সাগর প্রকাশ।

উদ্দেশ্য।

দ্বিজ কুল বর্ণনা।

শান্তিপুর রামনগর বঙ্গ-বিদ্যালয়ের পণ্ডিত
শ্রীবনমালি ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
প্রণীত।

কলিকাতা।
জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
২১ নম্বর বহুবাজার ষ্ট্রীট্—লালবাজার।

বঙ্গাব্দাঃ ১২৮৬।
মূল্য।/০ পাঁচ আনা মাত্র।

সাগর প্রকাশ।

মুখবন্ধ।

ইদানীন্তন নূতন নূতন গ্রন্থকারেরা স্বীয় স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে সপ্তশতী সম্বন্ধে যে সকল অযৌক্তিক অপ্রামাণিক কথা লিখিয়াছেন, তাহার সমস্ত প্রত্যুত্তর, যুক্তি ও প্রমাণের সহিত এই গ্রন্থে বিশেষ রূপে বর্নিত হইল।

এই গ্রন্থখানি সর্ব্ব সাধারণের পাঠোপযোগী বলিয়া পরিগৃহীত হইবে কি না, এই আশঙ্কায় নিম্ন লিখিত বিজ্ঞাপন দেওয়ায় গ্রামস্থ সমস্ত ইংরাজি ও বঙ্গ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পণ্ডিতগণ এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য বহুতর ভদ্রলোকে মৎপ্রণীত পুস্তক গ্রহণ করিবার নিমিত্ত স্বাক্ষর করায় সে আশঙ্কা দূরীভূত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

প্রথমতঃ হণ্টর সাহেব ও সেরিং সাহেব প্রত্যেকে এক এক খানি পুস্তকে ইংরাজি ভাষাতে আমাদিগের এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণের আভিজাত্য সম্বন্ধীয় প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন। তৎপরে গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ সংস্কৃত ভাষায় লঘু ভারত নামে এক খানি গ্রন্থ রচনা করেন। বহু দিন হইল কোল্‌ব্রুক্ সাহেব আসিয়াটিক্ রিসার্চ্চ নামক সাময়িক প্রচারিত গ্রন্থে এবং ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কালকাতা রিভিউতে এই সকল রাঢ়ী বারেন্দ্র কুল সম্বন্ধে প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন। সম্প্রতি লালমোহন বিদ্যানিধি কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষাতে সম্বন্ধ নির্ণয় নামক এক খানি গ্রন্থ প্রচারিত হওয়ায় বান্ধব প্রভৃতি পত্রিকায় কুলাচার্য্য গ্রন্থ হইতে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং অনেক স্থলে তর্ক বিতর্কও শুনা যাইতেছে, তজ্জন্য সাগর প্রকাশ নামক গ্রন্থে সপ্তশতী মহিমা, কৌলীন্য বিচার, শ্রোত্রিয় মাহাত্ম্য, বংশজ উপাখ্যান, দক্ষিণ ও উত্তর বারেন্দ্রদিগের গৌরব, বৈদিক-শ্রেণীর মান, ঋষিগণের গুণকীর্ত্তন, কৌশিন্য সংবাদ প্রভৃতি বলবৎ প্রমাণের সহিত লিখিত হইল। এই পুস্তক গ্রহণ করা, পাঠ করা ও বিশিষ্টরূপ বিদিত থাকা সকলের পক্ষে উচিত। যে স্থলে সমুদ্র পারবর্ত্তী ভিন্ন জাতীয় ইউরোপীয় লোক আসিয়া আমাদিগের আর্য্য জাতির কুল মর্য্যাদার বিষয় অধ্যয়ন, আন্দোলন, মুদ্রাঙ্কন প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, সে স্থলে সেই মহা কুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ সন্তান মহাশয়েরা ও হিন্দু সমাজ বদ্ধ, কৃতবিদ্য শূদ্র ভদ্র মহাশয়েরা আগ্রহাতিশয় সহকারে এই আর্য্যকুল সম্বন্ধীয় গ্রন্থ গ্রহণাভিলাষী হইবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি?

এই জন্য ভরসা করি, এই পুস্তক গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সাদরে স্বাক্ষর করিতে সকলেই সম্মতি প্রকাশ করিবেন।

ভূমিকা।

অধুনাতন পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্রাহ্মণ কুমারেরা স্বদেশীয় বিদেশীয় ইতিহাস লিখিত রাজপুরুষগণের বংশাবলীর বর্ণনায় যাদৃশ নিপুণতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, নিজ নিজ শ্রেণীতে কত গাঁই কত গোত্র, তৎপরিচয় প্রদানে তাঁহাদিগের মধ্যে অনেককে তাদৃশ সমর্থ দেখা যায় না; এজন্য রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র শ্রেণীর সমস্ত গাঁই গোত্র ইহাতে লিখিত হইল, এক্ষণে সকলে এক এক বার এই পুস্তক পাঠ করিলে আমি সম্পূর্ণ চরিতার্থতা লাভ করি। এই পুস্তকের অধিকাংশ কুলশাস্ত্র ও অন্যান্য নানাবিধ গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। বচন সকল সংগ্রহ করিতে যদি ভ্রম বশতঃ অক্ষরের অথবা ভাবের অন্যথা ঘটিয়া থাকে, তজ্জন্য আমার প্রার্থনা এই ;—

যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং ভাব হীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং করোতু তৎসর্ব্বং ভাবগ্রাহী সুধীজনঃ॥

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	১৯	কৌলিন্য	কৌলীন্য
,,	,,	স্থাপিত	ব্যবস্থাপিত
১৩	১৬	বান্যকুব্জা	কান্যকুব্জ
,,	১৭	কান্যকুব্জা	কান্যকুব্জ
১৮	৪	ব্রহ্মণ	ব্রাহ্মণ
১৯	১৫	আচ্ছদন	আচ্ছাদন
১৯	২৫	এদেশও	এদেশেও
২০	১৭	নিস্প্রভ	নিষ্প্রভ
২২	৮	বৈদকি	বৈদিক
,,	১৩	প্রযচ্ছেতু	প্রযচ্ছেত্তু
২৪	২১।২২	এই পাঁচজন বরেন্দ্র ভূমিতে গমন করিয়াছিলেন, উত্তর বারেন্দ্র বলিয়া তাঁহাদের সংজ্ঞা হয়।	এই পাঁচজন বরেন্দ্র ভূমির দক্ষিণদিকে বাস করায় দক্ষিণ বারেন্দ্র বলিয়া তাঁহাদিগের আখ্যা হয়। পরে যে পাঁচজন উত্তর বারেন্দ্র ভূমিতে গমন করিয়াছিলেন, উত্তর বারেন্দ্র বলিয়া তাঁহাদিগের সংজ্ঞা হয়।
২৯	১	ব্রাহ্মণদিকে	ব্রাহ্মণদিগকে
,,	১২	সদাচারপুত	সদাচারপূত
৩১	৪	তাঁহাদির	তাঁহাদিগের
,,	৮	যঁহারা	যাঁহারা
,,	২২	চিলেন	ছিলেন
৪৫	৮	শুশ্রষায	শুশ্রূষায়
,,	১১	শ্রেস্ট	শ্রেষ্ঠ
৪৮	২২	কগতা	কগতাঃ
৫৭	১৫	উনযষ্টি	উনষষ্টি
৬৬	২৪	সমুৎপন্নো	সমুৎপন্নো

সাগর প্রকাশ।

গ্রন্থারম্ভ।

সপ্তশতী ভাবাপন্ন সাগর হইতে।
চারি মেলের নিস্তার দেখি কুলজিতে॥

প্রথমে নাধাঁ ধাঁদা রণ্ড পিণ্ডাদি দোষে চারি মেল দূষিত ছিল, পরে কি প্রকারে সপ্তশতী ভাবাপন্ন সাগর হইতে সমস্ত কুল প্রশংসিত হইল, তাহার বিবরণ নিম্ন লিখিত পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত বহু বিবাহ গ্রন্থের ২৬। ২৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, "গঙ্গানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ে এক বিধ দোষে লিপ্ত ছিলেন; এজন্য দেবীবর এই দুয়ে ফুলিয়া মেল বদ্ধ করেন। গঙ্গানন্দ ভ্রাতৃ পুত্র শিবাচার্য্য* মুলুক জুরীর কন্যা বিবাহ করিয়া কুলভ্রষ্ট ও সপ্তশতী ভাবাপন্ন হন"। এ স্থলে অন্যে বলে, কুল যায় যায় হইয়াছিল বটে, কিন্তু দেবীবর ঘটকের বিচারে কুল রক্ষা হয়। পরে ঐ

* সুসেনো জগদানন্দো গঙ্গানন্দঃ কুলে কৃতী। সুসেনের তিন পুত্র ছিলেন, শিবাচার্য্য, ভবানী ও কানাই ছোট ঠাকুর।

শিবাচার্য্যকে কন্যা দান করিয়া শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায় সপ্তশতী ভাবাপন্ন হন। শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতার নাম ভগীরথ বাঁড়ুয্যে †, প্রমাণ যথা; মনোহরো জিতামিত্রো দেবানন্দস্ততঃ পরঃ শ্রীমন্তঃ শ্রীপতিশ্চৈব ভগীরথ সুতাইমে।

শ্রীপতির পুত্র দুর্গাদাস। দুর্গাদাসের চারি পুত্র, যথা; রামকৃষ্ণ, রামেশ্বর, রাঘব ও রামকান্ত। ইহাঁরাই চারি চক্রবর্ত্তী নামে প্রসিদ্ধ ও বন্দ্য বংশে সাগরদিয়া নামে বিশেষ খ্যাত। সাগরের এই চারি অংশ যে কুল পবিত্র করিয়াছেন, তাহার নাম চতুঃ সাগরী যথা;—

সাগর পূর্ব্বেতে ছিল মীনের আলয়।
অদ্ভুত তদ্ভাব এতে আছয়ে প্রত্যয়॥
মেল বদ্ধ কালে যাতে সাগরের অংশ।
পড়িল তাহারা কুলে হইল প্রশংস॥
সে কালে সাগর ছিল গাঙ্গবংশে যোগ।
তথা হইতে গঙ্গানন্দ পাইল সংযোগ॥
সমবায়ি ভাবে তাহা সুচট্টেতে যায়।
গাঙ্গুলি সম্বন্ধ যবে খড় দহে পায়॥
চট্টবংশে মিশ্রিত হয়, গাঙ্গুলীর কুল।
পরম্পরা সম্বন্ধে তাহা সর্ব্বানন্দে মূল॥
বল্লভীতে এই মতে আছে তার অংশ।
চতুঃ সাগরী বন্দ্যে যে হইল প্রশংস॥

---

† আশু ব্যক্তি বোধার্থ এ স্থলে বাঁড়ুয্যে শব্দ প্রয়োগ করা গেল।

স্বাধিকার নিষ্ঠাভাব চারি মেলে পায়।
অন্যথা সিদ্ধতা ভাব ঘটক না লয়॥
এই চারি মেল‡ যেই শ্রোত্রিয়ের ঘরে।
শুদ্ধক শ্রোত্রিয় বলি তাহারে বিচারে॥
ইতি কুল চন্দ্রিকা।

এখন দেখ চারি মেল ও শুদ্ধ শ্রোত্রিয় সকলে, যে সমস্ত সাগরের মহিমায় কুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাঁহারা সপ্ত শতী ভাবাপন্ন ছিলেন। সুতরাং সপ্ত শতীকে অনাদর করিলে সকল মেলকে ও সকল শ্রোত্রিয়কে অনাদর করা হয়। যাঁহারা ঐ চারি মেলের কিম্বা শুদ্ধ শ্রোত্রিয়ের সন্তান, তাঁহারা কখনই সপ্ত শতীর মর্য্যাদার ত্রুটি করেন নাই। স্বীয় পিতৃ পুরুষের নিন্দা কে কোথায় করিয়াছে? স্বীয় সমাজের নিন্দা কে কোথায় করিয়াছে? তবে যাহারা নিতান্ত কুলাঙ্গার কুপুত্র, অথবা ঐ সমস্ত মেল কুলের জাত নহে, কিম্বা ঘোরতর মূর্খ, অজ্ঞ, তাহারা সকলি বলিতে পারে। আকালে কি না খায়, মূর্খে কি না বলে, তাহাদিগের কথা ধর্ত্তব্য নহে।

শুদ্ধ হতে শুদ্ধ অতি সপ্ত শতী ভাব।
যাহা হতে মেল সব পাইল স্বভাব॥
সপ্ত শতী ভাবাপন্ন সাগর হইতে।
চারি মেলের নিস্তার শুনি কুলজিতে॥

---

‡ রাঢ়ীয় কুলীনেরা ছত্রিশ ভাগে বিভক্ত, তাহার এক এক ভাগকে মেল বলে। তন্মধ্যে চারি মেল প্রধান, যথা; ফুলিয়া, খড়দহ, বল্লভী ও সর্ব্বানন্দী।

নিস্তার কর্ত্তাকে যে বা ভক্তি নাহি করে।
কুলাঙ্গার কুপুত্র সে অবনী ভিতরে ॥

যাহাদিগের কিঞ্চিৎ বোধ আছে, বলিলে বুঝিতে পারেন, অথচ আদ্যোপান্ত বিবেচনা না করিয়া সহসা বলিয়া বসেন যে, সপ্ত শতী রাঢ়ী শ্রেণী হইতে ভিন্ন সম্প্রদায়, তাঁহাদিগের প্রতি বক্তব্য এই যে, যে স্থলে রাঢ়ীয় কুলীনেরা কুল মর্য্যাদা স্থাপন হওয়া অবধি এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত কখনই বারেন্দ্র বৈদিকাদি অন্য শ্রেণীর কন্যাকে গ্রহণ করেন নাই এবং ভিন্ন শ্রেণীর কন্যাকে বিবাহ করিব, এ কথা মুখে বলিতেও কেহ কখন সাহস করেন নাই ; অথচ সপ্ত শতী নাম শ্রবণ মাত্র, স্বীয় ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলিয়া সপ্ত শতীর কন্যা গ্রহণাভিলাষে ধাবিত হন, ইহার প্রমাণ যথা—

মেল মালা

উলোর মধ্যে শিব শঙ্কর সপ্ত শতী পায়।
বুড়োনের বিষ্ণুরামে ভাগ্য বলি ধায় ॥

সে স্থলে রাঢ়ী শ্রেণী হইতে সপ্ত শতী একটি ভিন্ন সম্প্রদায় ইহা বলা কর্ত্তব্য নহে। যে স্থলে মহামান্যবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত বহুবিবাহ গ্রন্থের ২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, কৌলিন্য মর্য্যাদা স্থাপিত হইলে পর এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণেরা পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন, প্রথম কুলীন, দ্বিতীয় শ্রোত্রিয়, তৃতীয় বংশজ, চতুর্থ গৌণ কুলীন, পঞ্চম পঞ্চগোত্র বর্হিভূত সপ্ত শতী সম্প্রদায়। সে স্থলে রাঢ়ী শ্রেণী হইতে সপ্ত শতী সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভাব বিবেচনা করা যুক্তিযুক্ত নহে। যে স্থলে দেখা যায়, রাঢ়ী

কুলজ্ঞেরা রাঢ়ী শ্রেণী ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য শ্রেণীর নাম গন্ধও রাঢ়ীয় কুল, শাস্ত্রে লিখেন নাই, সপ্ত শতীর গাঁই গোত্রের বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন, সে স্থলে রাঢ়ী শ্রেণী হইতে সপ্ত শতীর ভিন্ন ভাব, ভিন্ন মান বিবেচনা করা বিধেয় নহে।

গাঁই মিশ্রী গ্রন্থ।

নগড়ি র্দহড়ি র্হামু র্বাপি কাশ্যপ কাঞ্জিকা।
বাপাড়ি স্তসিকা কেয়ূ গাঁইচ সুখ দাসিকঃ।
পিতাড়ি র্বাগুড়িশ্চৈব ভাদাড়ি পিচু কুলকৌ।
সাঁড়া কুলী কোয়াড়ীচ মুলুক জুড়ীচ হাঙ্গুড়ী।
কাটানিঃ কামদেবশ্চ বেড়ু গ্রামীচ নালসী।
সাগাই পুংসিকো ভট্টশালী ফর ফর ছত্রিকাঃ।
আদিত্যোজ্জ্বল গাঁইতু সুরাই দীঘল স্তথা।
যবগ্রামী কড়াড়ীচ কৌণ্ডিন্যো বৈজুড়ী তথা।
কুড্যালো হেলনী ধায়ী বাতাড়ী বেলাড়ী পিচ।
করঞ্জো হন্তাড়ী রীত্যেব চত্বারিংশন্মিতা দ্বিজাঃ॥

কুল শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাণাঘাট নিবাসি শ্রীযুক্ত সাতকড়ি ঘটক মহাশয় স্বীয় কুল পঞ্জিকাতে উপরোক্ত গাঁই গুলি পাঠ করিতেছিলেন, তাহাতেই পূর্ব্বে একবার জ্ঞাত হইয়াছিলাম, এক্ষণে সম্বন্ধ নির্ণয় নামক পুস্তকের ১৭৩ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করিলাম। গাঁই গুলির হ্রস্ব দীর্ঘ বর্ণের শুদ্ধ্যা শুদ্ধি বিষয়ে যদি কাহারো কিছু জানিবার ইচ্ছা হয়, উক্ত ঘটক মহাশয়ের নিকট অথবা উক্ত পুস্তক প্রণেতার নিকট জানিবেন।

গোত্র।

জমদগ্নি র্ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রাত্রি গৌতমাঃ।
বশিষ্ঠ কাশ্যপাগস্ত্যা মুনয়ো গোত্র কারিণঃ।
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যতে।
এতদুপলক্ষণ মন্যেষামপি দর্শনাৎ।
তথাচ সৌকালীনকমৌদ্গাল্যৌ পরাশর বৃহস্পতী।
কাঞ্চনো বিষ্ণু কৌশিক্যৌ কাত্যায়নাত্রেয় কাণ্বকাঃ।
কৃষ্ণাত্রেয়ঃ সাঙ্কৃতিশ্চ কৌণ্ডিন্যো গর্গ সঙ্গকঃ।
আঙ্গিরস ইতিখ্যাত অনাবৃকাখ্য সঙ্গিতঃ।
অব্য জৈমিনি বৃদ্ধাখ্যাঃ শাণ্ডিল্যো বাৎস্য এবচ।
বৈয়াঘ্র পদ্য সাবর্ণ্যা লম্যান ঘৃত কৌষিকাঃ।
শক্ত্রিঃ কাণ্বায়ন শ্চৈব বাসুকি গৌতমাস্তথা।
শুনকঃ সৌপায়নশ্চৈব মুনয়ো গোত্র কারিণঃ।
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যতে।
ইতি কুল দীপিকাধৃত ধনঞ্জয় কৃত
ধর্ম্ম প্রদীপে সর্ব্বেদ্বিচত্বারিংশদ্গোত্রাঃ।

রাজা রাধাকান্ত দেবের অভিধানে এই সকল গোত্র লিখিত আছে। কেহ কেহ আপত্তি করেন, মুলুক জুরী সপ্ত শতী ছিলেন বলিয়া তাঁহার কন্যা বিবাহ করায় ফুলিয়া মেলের মুলুক জুরী নামে একটী দোষ আছে। ম'স চটকাদির ন্যায় সপ্ত শতী শুদ্ধ শ্রোত্রিয় হইলে মুলুক জুরী দোষ বলিয়া গণ্য হইত না।

প্রত্যুত্তর।

যেমন মহিন্তা দোষে সর্ব্বানন্দী মেলের উৎপত্তি হওয়ায় মহিন্তা দোষ না হইয়া গুণ হইয়া উঠিয়াছে; যেমন পিপলাই দোষে খড়দহ মেলের উৎপত্তি হওয়ায় পিপলাই দোষ না হইয়া গুণ হইয়া উঠিয়াছে, তদ্রূপ পঞ্চগোত্র বহির্ভূত মুলুক জুরীর সপ্ত শতী দোষে ফুলিয়া মেলের উৎপত্তি হওয়ায় সপ্ত শতী দোষ না হইয়া গুণ হইয়া উঠিয়াছে। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ যদ্দ্বারা একটী প্রসিদ্ধ মেলের সৃষ্টি হয়, তাহা একটী সামান্য গুণ নহে।

যদি বল, ফুলিয়া মেলের মধ্যে নাধা ধন্ধ প্রভৃতি যে যে দোষ আছে, তাহাই ঐ মেলের কারণ হউক। তাহা কদাচ হইতে পারে না; কারণ গুপ্ত দোষ, দোষ বলিয়া গণ্য নহে, গুপ্ত গুণ, গুণ বলিয়া গণ্য নহে। ঘটকেরা ঐ সকল দোষ শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া গোপন করিয়া কৌশল পূর্ব্বক অন্য প্রকার অর্থ করিয়া দিয়াছেন। যথা বহুবিবাহ গ্রন্থের ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত দেখ "নাধা নামক স্থানবাসী বন্দ্যোপাধ্যায়েরা বংশজ ছিলেন। গঙ্গানন্দের পিতা মনোহর তাঁহাদের বাটীতে বিবাহ করেন। এই বংশজ কন্যা বিবাহ দ্বারা তাঁহার কুল ক্ষয় ও বংশজাপত্তি ঘটে, মনোহরের কুল রক্ষার্থে ঘটকেরা পরামর্শ করিয়া নাধার বন্দ্যোপাধ্যায়দিগকে শ্রোত্রিয় করিয়া দিলেন। তদবধি নাধার বন্দ্যোপাধ্যায়েরা বাস্তবিক বংশজ হইয়াও মাষ চটক নামে শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিলেন"।

এখন দেখ, ফুলিয়া মেলের কুল রক্ষার নিমিত্ত যেমন

বংশজকে শ্রোত্রিয় করা হইল, যদি মুলুক জুরীর কন্যা বিবাহ করিয়া ফুলিয়া মেলের কুলক্ষয় হইবার সম্ভাবনা হইত, তাহা হইলে মুলুক জুরীর সপ্তশতী এই উপাধির পরিবর্ত্তে মাষ চটকের তুল্য একটী উপাধিও প্রদত্ত হইত, তাহা না করিলে বংশজকে মাষ চটক করা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। কিন্তু দেখা যাইতেছে মুলুক জুরীর যে সপ্ত শতী উপাধি ছিল, তাহাই রহিল, অথচ ফুলিয়া মেলের কুল উজ্জ্বল হইল। অধিকন্তু অন্য সমস্ত মেলকেও উজ্জ্বল করিয়া তুলিল, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সপ্ত শতী দোষ নহে, কুলপোষক গুণ। যে যে দোষে কুলের হানি হইবার সম্ভব, ঘটকেরা তাহা বিশেষ করিয়া আচ্ছাদন করিয়াছেন। যথা

মেল মালা।

নাধা ধাঁদা বারু হাটি আর মুলুক জুড়ী।
কুলের প্রধান যাতে পড়ে হুড়ো হুড়ি॥
মনোহর বিয়ে করে নাধার বাঁড়ুরী।
পরে কুল ভেঙ্গে পায় শোঁধার আকুঁড়ী॥
এই সব দোষ যদি যথার্থ হইত।
চারি মেলে কুল আর কোথায় রহিত॥
অপভ্রংশ লোকে মাত্র অপবাদ দেয়।
রামেশ্বরের কুলে যথা পিণ্ড দোষ পায়॥
ঘ্রাণ মাত্র পীর আলি দেখে সর্ব্ব জন।
সাক্ষাৎ যবন স্পর্শে কি হয় আচরণ॥

নাথাই চট্টের কন্যা হাঁসাই খানদারে।
সেই কন্যা বিভা করে বন্দ্য গঙ্গাধরে* ॥
হাঁসাই খানদারের কথা সত্য সত্য নয়।
চট্ট সুতা ঝড় দেখি লইল আশ্রয় ॥
ব্যাজ দেখি যত সখী কাব্য কথা কয়।
আইলা, আইস বসো বসো বুঝিলাম ঐ।
ছল করি খানদারি ভেটে আইলে সৈ ॥
তাহা শুনি কাণাকাণি বিপক্ষেতে করে।
এদেশ ও দেশ অন্য দেশেতে সঞ্চরে ॥
সেই হতে বিপক্ষেতে বাঁধা ধাঁধা কয়।
কিন্তু জানি মিশ্র মানি পরমার্থ নয় ॥
মিথ্যা বলি যদি গালি মহতের হয়।
মহিমার হানি তার জানিহ নিশ্চয় ॥

এখন সকলে বিবেচনা করুন, নাধা ধাদা প্রভৃতি দোষ গুলি আচ্ছাদন করিবার নিমিত্ত ঘটকেরা নানা প্রকার কৌশল ও কারণ দর্শাইয়াছেন। সপ্তশতী এই উপাধি গোপন করিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ যত্নবান হন নাই। সপ্তশতী যদি ঘৃণিত উপাধি হইত, সপ্তশতী যদি কষ্ট শ্রোত্রিয় হইত, সপ্ত শতী যদি কোন দোষের আশ্রয় হইত, তাহা হইলে সপ্তশতী ভাবাপন্ন শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র হইতে চতুঃসাগরী কুল হইত না। সমস্ত মেল গৌরবান্বিত হইত না; মেল বন্ধনের প্রথম সূত্র হইতে এদেশে নৈকষ্য কুলীন

* ইহাকে কেহ কেহ গঙ্গাবরও বলিয়া থাকেন।

থাকিত না; নির্দ্দোষী কুলীনের নাম কাহারও কর্ণ গোচর হইত না; এইজন্য বলা গিয়া থাকে।

শুদ্ধ হতে শুদ্ধ অতি সপ্তশতী ভাব।
যাহা হতে মেল সব পাইল স্বভাব॥

ইতি সাগর প্রকাশে সপ্তশতী মহিমোজ্জ্বল তরুর প্রথম শাখা সমাপ্ত।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে সপ্তশতীর কন্যা বিবাহ করায় শিবাচার্য্যের কুল যায় যায়, সাধারণের এই প্রকার বোধ হইয়াছিল, পরে দেবীবরের সূক্ষ্ম বিচারে কুল রক্ষা পাইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এস্থলে অনেকে বিবেচনা করিতে পারেন, উৎকোচ গ্রহণ করিয়াই দেবীবর ঐ প্রকার কার্য্য করিয়াছিলেন। লোকের মন হইতে সেই ভ্রম দূরীকরণ করিবার জন্য তিনি যে এক জন ঈশ্বর পরায়ণ ও আদ্যা-শক্তি দেবীর বর পুত্র ছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ, সংক্ষেপে এস্থলে বর্ণনা করা আবশ্যক। এক জন শ্রোত্রিয়ের দুই দৌহিত্র। তাঁহাদের মধ্যে এক জনের নাম দেবীবর ঘটক; তিনি বংশজ ছিলেন। আর এক জন প্রধান কুলীন, তাঁহার নাম যোগেশ্বর পণ্ডিত। এক দিন যোগেশ্বর পণ্ডিত নানা দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে মাতৃস্বস্রীয় ভ্রাতা দেবীবর ঘটকের বাটীতে গমন করেন। সে সময় দেবীবর বাটী ছিলেন না। দেবীবরের মাতা স্বীয় ভগিনীর পুত্র যোগে-শ্বরকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, বাছা! জল পান কর, আমি তোমার জন্য অন্ন পাক করিতে যাই। যোগে-শ্বর উত্তর করিলেন, মাসি! আমার মাতামহ আপনাকে যে

কুলে বিবাহ দিয়াছেন, সে কুলে আহার করা দূরে থাকুক, ও কুলের জল লইয়া পাদ ধৌত পর্য্যন্ত করিয়া থাকি না। ইহা বলিয়া যোগেশ্বর প্রস্থান করিলেন। এদিকে দেবীবর স্থানান্তর হইতে বাটী আইলেন। দেবীবরের মাতা ক্রন্দন করিয়া এই সমস্ত ঘটনা পুত্রের নিকট জানাইয়া বলিলেন, বাপু, যদি যোগেশ্বর এইরূপ আমার মত ক্রন্দন করিয়া আমার নিকট অন্ন চাহিয়া খায় তবেই প্রাণ রাখিব, নচেৎ প্রাণত্যাগ করিব; আর অপমান সহ্য হয় না। ইহার উপায় কর। দেবীবর মাকে আশ্বাস দিয়া আদ্যাশক্তি দেবীর আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। যে দিন ভগবতী তাঁহাকে বর প্রদান করেন, সেই দিন তাঁহার নাম দেবীবর হইল। পূর্ব্বে অন্য কোন নাম ছিল, প্রকাশ নাই। দেবীবর বাক্‌সিদ্ধ হইয়া সমস্ত ঘটকের সহিত পরামর্শ করিয়া একটী সভা করিলেন এবং ঐ সভার সভাপতি হইয়া এক প্রকার দোষাশ্রিত ব্যক্তিদিগকে এক এক দলে নিবদ্ধ করেন, তাহাতেই এক একটী মেল হয়। যোগেশ্বর পণ্ডিতের কুল বিচারের সময় দেবীবরের মুখ হইতে পশ্চাল্লিখিত কারিকাটী নির্গত হয়। যথা—

শশে যদি বিষাণংস্যাদাকাশে কুসুমং যদি।
সুতো যদিচ বন্ধ্যায়াং তদা যোগেশ্বরে কুলং॥

অস্যার্থঃ। যদি শশক জাতির শৃঙ্গ জন্মে, যদি আকাশে পুষ্প উৎপাদন করে, যদি বন্ধ্যা পুত্র প্রসব করে, তাহা হইলে যোগেশ্বর এক জন কুলীনের মধ্যে গণ্য হইতে পারেন। তখন আপনার অপরাধ বুঝিতে পারিয়া যোগেশ্বর অন্য

উপায় না দেখিয়া মাসীর নিকট আসিয়া আপনাকে ভৎসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, আমি যে, মাতামহকে অবিবেচক বলিয়া আপনার অন্ন গ্রহণ করি নাই, তাহা নিতান্ত অন্যায় ও অধর্ম্মের কর্ম্ম বলিতে হইবে। মাতাপিতা হইতেও মাতামহ, পিতামহ অধিক পূজ্য। শ্রোত্রিয় মাতামহ কুলের কন্যা বংশজে পড়িয়াছে বলিয়া যে ব্যক্তি মাতামহ কুলের কন্যা পুত্রাদির অন্ন পরিত্যাগ করে, তাহা হইতে মূর্খ, নরাধম, পাষণ্ড, মহাপাপী, অহঙ্কারী, কুলাঙ্গার, কুলকণ্টক এ জগতে আর কেহই নাই। এজন্য আমাকে নিষ্কুল করা উচিৎ কার্য্য হইয়াছে। যাহার মাতামহ কুলের সম্পর্কে ঘৃণা, তাহার আর কোন কুলের আবশ্যক নাই। অকূল সাগরে দেহ পতন করাই শ্রেয়ঃ। আমাকে অন্ন ভোজন করাইবার জন্য আপনার ইচ্ছা হইয়াছিল, এক্ষণে অন্ন দিয়া জন্মের মত এ পাপকে বিদায় করুন। যোগেশ্বর এরূপ সাধ্য সাধনা করিয়া অন্ন গ্রহণ করিলে পর,

শশে যদি বিষাণং স্যাদাকাশে কুসুমং যদি।
সুতো যদিচ বন্ধ্যায়াং তদা যোগেশ্বরে কুলং॥

এই পাঠের পরিবর্ত্তে "তদা যোগেশ্বরেহ কুলং" এই পাঠ লিখিয়া দেবীবর যোগেশ্বরের কুল রক্ষা করিলেন।

দেশীয় বৃত্তান্ত।

রাজা আদি শূর এদেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত আদেশ করেন, ব্রাহ্মণেরা তাহা সম্পাদনে সমর্থ হন নাই। কান্যকুব্জাধিপতি বীর সিংহ কর্ত্তৃক প্রেরিত

ব্রাহ্মণেরা তাহা সম্পূর্ণরূপে সমাধা করিয়াছিলেন। পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ করিতে না পারায় আচার ভ্রষ্ট ও বৈদিক কর্ম্মের আচরণে নিতান্ত অনভিজ্ঞ বলিয়া যদি এখানকার ব্রাহ্মণ-দিগের কলঙ্ক হয়, তবে অযোধ্যাধিপতি দশরথের পুত্রার্থে ভগবান ঋষ্য শৃঙ্গকে আনাইয়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পন্ন করায় অযোধ্যাবাসি মহর্ষি বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের কলঙ্ক হইতে পারে। শ্রীশ্রী৺দোল, দুর্গোৎসব ও পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধাদি নিত্য কর্ম্মে গৌড়বাসি ব্রাহ্মণদিগের যে সংস্কার ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাহা না হইলে ঐ সকল নিত্য কর্ম্মে রাজাকে পতিত থাকিতে হইত, না হয়, তদুপলক্ষে অন্য দেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইতে হইত। যেখানে অন্য কোন নিত্য কর্ম্মের জন্য ব্রাহ্মণের অভাব হয় নাই, কেবল পুত্রেষ্টি যজ্ঞের জন্য ব্রাহ্মণ আবশ্যক হইয়াছিল, সেখানে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিতে না পারায় এত-দ্দেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে অজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করা, অযোধ্যা, কান্যকুব্জা প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় সমস্ত দেশীয় ব্রাহ্মণকে অজ্ঞ বলা সমান। কারণ তৎকালে কান্যকুব্জা প্রভৃতি দেশে যদি পুত্রেষ্টিযজ্ঞবেত্তা ব্রাহ্মণ থাকিতেন, তাহা হইলে বন হইতে ঋষ্য শৃঙ্গকে আনাইবার জন্য তাদৃশ চেষ্টা করিতে হইত না।

কেহ কেহ আপত্তি করেন, রাজা দশরথ স্বীয় পুরোহিত বশিষ্ঠের সহিত পরামর্শ করিয়া ও তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক বন হইতে ভগবান ঋষ্য শৃঙ্গকে আনাইয়া যজ্ঞ সম্পা-দন করাইয়াছিলেন, তজ্জন্য বশিষ্ঠাদির মানের কোন লাঘব

হয় নাই। কিন্তু রাজা আদিশূর পুরোহিতাদির অনুমতি গ্রহণ না করিয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া যজ্ঞ করায় এদেশের পুরোহিতাদি ব্রাহ্মণের মানের লাঘব হইয়াছিল।

প্রত্যুত্তর।

যাঁহারা এরূপ আপত্তি করেন, বোধ হয়, তাঁহারা কুল শাস্ত্রের বিষয় বিশিষ্ট রূপ জ্ঞাত নহেন।

রাজা আদি শূর স্বীয় পুরোহিতের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, কুল পঞ্জিকায় ইহার বিশেষ প্রমাণ আছে, যথা, এক দিন মহারাজ আদিশূর সভাতে উপবেশন করিয়া পুরোহিতগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,

অহং ক্ষত্র কুলে জাতো ন কুর্য্যাং ব্রত যজ্ঞকং।
অগ্নিহোত্রীয় যজ্ঞঞ্চ করিষ্যামি দ্বিজোত্তম॥
কুত্র কুত্র স্থিতা বিপ্রা বেদ পারগ সম্ভবাঃ।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কৃপয়া কথয় প্রভো॥

বিপ্র উবাচ।

কান্যকুব্জ স্থিতা বিপ্রাঃ সাগ্নিকা বেদ পারগাঃ।
তস্মাৎ পঞ্চ দ্বিজাতীয় যজ্ঞ নিষ্পন্নতাং কুরু।

অস্যার্থঃ।

আমি ক্ষত্রিয় কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু কোন রূপ যাগ যজ্ঞ করিলাম না, অতএব অগ্নিহোত্রীয় যজ্ঞ করিব, বেদ পারগ ব্রাহ্মণ কোথায় আছেন, তাহা শ্রবণ

করিতে ইচ্ছা করি, আপনি কৃপা করিয়া তাহা বলুন। তদুত্তরে পুরোহিত কহিলেন, কান্যকুব্জ দেশে সাগ্নিক* এবং বেদ পারগ ব্রাহ্মণ আছেন, তথা হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করুন। ইতি সন১২৮৩ সালের পৌষ, মাঘ মাসের বান্ধব পত্রিকার ৩৭৫ পৃষ্ঠা।

যাঁহার কৃপার পাত্র হইবার নিমিত্ত রাজা আদিশূর সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেন, যাঁহার আদেশে কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আসিয়া এদেশে মান্য হইয়াছেন, সেই দ্বিজোত্তম যে, এক জন সপ্তশতী ছিলেন, তাহা ঐ শ্লোক পাঠেই বোধ হইতে পারে, আমার এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

অনেকে এ কথা বলিয়া থাকেন বটে, যে আদিশূরের

* যাহার জন্ম কালীন অগ্নিতেই জাত কর্ম্ম অবধি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া পর্য্যন্ত নির্ব্বাহ হয়, সেই প্রকৃত সাগ্নিক বলিয়া পবিগণিত। অগ্নিহোত্রাদি হোম সাগ্নিকের অনুল্লঙ্ঘনীয় নিত্য কর্ম্ম। সর্ব্ব সাধাবণের পক্ষে ব্যবস্থা আছে, জননাশৌচ বা মরণাশৌচ ঘটিলে ব্রাহ্মণ দশ দিন বেদ বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনধিকারী থাকেন। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া সেই দিনেই অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করিতে পারেন, যে সকল যজ্ঞ সম্পাদন কবিতে অধিক দিন লাগে, তাহা সাগ্নিক ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পন্ন করা উচিত, কেন না, তৎকর্ম্মে অশৌচ বাধক হইতে পারিবে না, ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া এদেশীয় ব্রাহ্মণেরা কান্যকুব্জ হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইতে আদেশ করেন। কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইবার এই নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে না পারিযা কতকগুলি লোকে অনুমান করিয়া থাকেন যে, এদেশীয় ব্রাহ্মণেরা বৈদিক কর্ম্মে অনভিজ্ঞ ছিলেন। কোনও দেশের ব্রাহ্মণেরা জন্ম কালের অগ্নি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রক্ষা করেন, কোনও দেশে তৎপ্রথা প্রচলিত নাই তাহাতে দোষ নাই। সাগ্নিকের লক্ষণ বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা হইলে বিদ্যাসাগর কৃত দ্বিতীয় ভাগ বহুবিবাহ পুস্তকের ২৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

রাজত্ব কালে বৈদিক ক্রিয়ায় নিপুণ, এমন ব্রাহ্মণ সাত শত ঘর মাত্র ছিলেন, সেই জন্য তাঁহাদের একটী বিশেষ নাম সপ্তশতী হইল। যে স্থলে দেখা যায়, শান্তিপুর প্রভৃতি এক একটা সামান্য গ্রামে ১২০০। ১৩০০ ঘর ব্রাহ্মণের বাস আছে, সেস্থলে গৌড় একটি প্রধান রাজ্য, তাহাতে সাত শত ঘর ব্রাহ্মণ থাকা না থাকা সমান। বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বি অশোক রাজার সময় হইতে আদিশূরের রাজছত্র গ্রহণকাল পর্য্যন্ত এদেশে সপ্তশতী ভিন্ন অন্য ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য রহিত হইয়া যায়।

উত্তর। বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রকাশক দেব গুরু বৃহস্পতি। সুতরাং বৌদ্ধ ধর্ম্ম বেদের এক অংশ, শৈব মত বেদের তুল্য।

প্রমাণ যথা ;

ত্রয়ী সাখ্যং যোগঃ পশুপতি মতং বৈষ্ণবমিতি।
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদ মদঃ পথ্য মিতি চ॥
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু কুটিল নানা পথ জুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্তমসি পয়সামর্ণব ইব॥

এ কারণে যাহারা যবনাদি ম্লেচ্ছ রাজ্যে বাস করে, তাহাদের ওকথা মুখে বলা কত দূর উন্মত্তের প্রলাপ ও আস্পর্দ্ধার বিষয়, সকলে বিবেচনা কর। এক জন লিখিয়াছেন, আদিশূরের রাজত্ব কালে এদেশ হইতে এক কালে ব্রাহ্মণ্য রহিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। আবার লিখেন, আদিশূরের রাজত্ব কালের ১০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে এদেশে শৈব ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ইহার তাৎপর্য্য এই হইল, যে শৈব ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও ব্রাহ্মণ্য রহিত হইয়া

যায়। এখন দেখ, ইহাতে করিয়া কত দূর শিব নিন্দা হইল! পূর্ব্বে শিব নিন্দা করিয়া দক্ষের ছাগ মুণ্ড হইয়াছিল, অতএব দেবাদিদেব শিবের ও শিব ভক্তের নিন্দাকারীর মুখ, ছাগমুখ সদৃশ জ্ঞানকরা বিধেয় কি না? ফলতঃ রাজা আদিশূরের রাজত্ব কালের এক শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে এদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বি কোন রাজার অধিকার হয় নাই। ৯৯৯ শাকে* রাজা আদিশূর বঙ্গ দেশে অধিপতি ছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে গৌড় রাজ্যে কাম্বোজ বংশীয় শৈব ধর্ম্মাবলম্বী ক্ষত্রিয়গণ রাজত্ব করেন। দিনাজপুরের অন্তর্গত ৺ বিরুপাক্ষের মন্দিরের প্রস্তরময় স্তম্ভে লিখিত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ৮৮৮ শাকে কাম্বোজ বংশীয় গৌড় পতি কর্ত্তৃক পৃথিবীর ভূষণ স্বরূপ ইন্দু মৌলির এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে।

শ্লোক যথা ;—

কাম্বোজান্বয়জেন গৌড় পতিনা তেনেন্দু মৌলেরয়ং।
প্রাসাদো নিরমায়ি কুঞ্জর ঘটা বর্ষেণ ভূ ভূষণঃ ॥ †

যাঁহারা শিষ্ট, বিশিষ্ট ভদ্র লোক, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, কান্যকুব্জকে গৌড় বলা যায়; আর গৌড়কেও কান্যকুব্জ বলা যায়। যথা ;—

---

* আদিশূরো নবনবত্যধিক নব শতী শতাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণ নানায়য়ামাস। ইতি কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র।

† আদিশূরের রাজত্ব কালের পূর্ব্বে কাম্বোজ বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ এদেশে রাজত্ব করেন, এ কথায় ইতিহাস পাঠকদিগের মনে শ্রদ্ধা জন্মিবে না, কারণ ইতিহাস লেখকেরা পাল বংশীয় বৌদ্ধ রাজগণের

শিষ্ট প্রয়োগ।

স্বারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড় মৈথিল উৎকলাঃ।
পঞ্চ গৌড় সমাখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তর বাসিনঃ॥

এই বচনানুসারে যেমন কান্যকুব্জবাসি ব্রহ্মণ দিগকে গৌড় বাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। আবার তেমনি—

সর্ব্বে দ্বিজাঃ কান্যকুব্জা মাথুরং মাগধং বিনা।
মাগধো ব্রহ্মণা পূর্ব্বং কল্পিত দ্বিজ এবচ।
বরাহস্যতু ঘর্ম্মেণ মাথুরো জায়তে তথা।

এই সারাৎসার ধর্ম্ম প্রধান ভৃগু ভারত সংহিতার বচনানুসারে ধার্ম্মিক লোকেরা গৌড়বাসি ব্রাহ্মণ দিগকে কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ বলিয়া অঙ্গীকার করেন; এবং ভরদ্বাজ গোত্র সমুদ্ভব শ্রীহর্ষের কাশ্মির দেশে জন্ম হইলেও তাঁহাকে কান্যকুব্জ শব্দে নির্দ্দেশ করেন। তীর্থস্থানে থাকা প্রযুক্ত মথুরা বাসি ও মগধ্ বাসি ব্রাহ্মণের অপার মহিমা। তীর্থ স্থান পরিত্যাগ করিলে তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণ্য বিশেষ আদরণীয় নহে।

রাজ্যের অব্যবহিত পরেই আদিশূরের রাজ্য প্রাপ্তির বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই গ্রন্থে বৌদ্ধ রাজ্যের পর আদিশূরের রাজ্য না লেখায় পাঠকগণের সন্দেহ হইতে পারে যে, বৌদ্ধরাজেরা এদেশে ধর্ম্মের উপর অত্যাচার করিয়াছিল, তজ্জন্যই বৌদ্ধ রাজাদিগের নাম এ পুস্তকে গ্রহণ করা হয় নাই। সে সন্দেহ দূরীকরণার্থ লিখিতেছি, বৌদ্ধ রাজপুরুষগণ উত্তর পশ্চিম অঞ্চলেই হিন্দু ধর্ম্মের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন; বাঙ্গালার প্রজাদিগের প্রতি সাতিশয় সদয় ছিলেন, এজন্য ইহাদিগের

এস্থলে অন্য দেশীয় ব্রাহ্মণের বিষয় বলার প্রয়োজন নাই। এজন্য পরিত্যাগ করিলাম, আমাদিগের কেবল স্বদেশের পূর্ব্বাবস্থা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য।

আমরা যে পল্লীতে থাকি, যদি অন্য পল্লীস্থ লোক তাহার নিন্দা করে, তাহা হইলে আমাদিগের মনে যে রূপ ক্লেশ অনুভব হয়, তাহা সকলেই জানেন; এবং যে দেশে বাস করি, তাহার অখ্যাতি শ্রবণে যে কত ক্লেশ হয়, বোধ করি, তাহা ইদানীন্তন দেশহিতৈষী মহাশযদিগের

ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই। লেথব্রিজ সাহেবের কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় "মগধের সম্রাটগণ ও তাঁহাদের অধিকাংশ প্রজাবর্গ হিন্দু ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বৌদ্ধ নামক নূতন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ অশোক রাজা মগধের প্রথম বৌদ্ধ সম্রাট (খ্রীষ্ট পূঃ ২৬৩-২২৩) অবশেষে ৭০০ খ্রীষ্টাব্দে ভূপাল নামক একজন সচ্চরিত্র ও পরাক্রমশালী রাজা বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি স্বয়ং বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন বটে, কিন্তু হিন্দু প্রজাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন"।

এবং সন ১২৮৩ সালের পৌষ, মাঘ মাসের বান্ধব পত্রিকাতেও লিখিত আছে "অনেকে অনুমান করেন, বৌদ্ধ রাজগণের দৌরাত্ম্যে বৈদিক ধর্ম্ম গৌড় দেশ হইতে অন্তর্হিত হয়। ইহা তাদৃশ সঙ্গত বোধ হয় না। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের অত্যন্ত প্রচার ছিল। বাঙ্গালার জল বায়ুর এমন গুণ যে, আদিশূরের আনীত ব্রাহ্মণ সন্তানেরাও বৈদিক ধর্ম্মানভিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিলেন"। বৈদিক ধর্ম্ম যখন উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ছিল, তখন এদেশেও ছিল; যখন কালবশতঃ ক্রমে ক্রমে সর্ব্বত্র লোপ হইয়া আসিতে লাগিল, তখন এদেশেও হইল। বাঙ্গালার জল বায়ুর গুণে বৈদিক ধর্ম্মের লোপ হইয়াছে, ইহা ন্যায়ানুমোদিত বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

অবিদিত নাই। সেইরূপ আবার স্বদেশের আচার বিচার গৌরবের কিঞ্চিন্মাত্র শ্রবণ করিলে মনোনীর নিধি উচ্ছলিত হইয়া উঠে। তবে,

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

এই বাক্য যাহাদিগের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করে নাই, যাহারা স্বীয় জননীর কলঙ্ক বর্ণনে কুণ্ঠিত নহে; যাহারা পূর্ব্বপুরুষের দূর্নাম—ঘোষণায় বিমুখ নয়; তাহাদিগের পক্ষে এতদ্দেশীয় পূর্ব্ব ব্রাহ্মণের সুখ্যাতি শ্রবণে কষ্টকর বোধ হইয়া উঠিতে পারে।

ইতি সাগর প্রকাশে দেশীয় বৃত্তান্ত বর্ণনে সপ্ত শতী মহিমোজ্জ্বল তরুর দ্বিতীয় শাখা সমাপ্ত।

বারেন্দ্রদিগের গৌরব।

কেহ ২ বলিয়া থাকেন, পূর্ব্বে এদেশে যে সাড়ে সাত শত ঘর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, এক্ষণে তাঁহারা কোথায় গেলেন? তাঁহাদিগের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক মাত্র লোক দেখা যায়; এজন্য অনুমান করিয়া থাকেন, কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের আগমনে একেবারে ঘৃণিত ও নিস্প্রভ হইয়া যাওয়ায় লজ্জায় তাঁহারা রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভাব হইয়া গিয়াছেন।

উত্তর।

রাঢ়ী শ্রেণীর সহিত সপ্ত শতীর যেরূপ সম্বন্ধ; তাহা এক প্রকার উক্ত হইয়াছে; এবং দশ জনের প্রত্যক্ষ গোচর ও আছে। বারেন্দ্র বলিয়া যাঁহারা লক্ষিত হইয়াছেন,

শ্রেণী বিভাগের পূর্ব্বে রাজার নিকট ও আমাদের মিশ্রী গ্রন্থে যদি তাঁহাদিগের মান প্রকাশ থাকে, তবে তাঁহাদিগের মান কি রাজা, কি প্রজা, কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, সকলেরই নিকট সমান রূপে আদরণীয় ছিল, অবশ্যই বলিতে হইবে; আর যদি মানের ত্রুটি দেখা যায়, তাহা হইলে লজ্জায় ঘৃণায় অন্তর্ভাব হইয়া গিয়াছেন বলিলে কোন ক্ষতি বা আপত্তি নাই। যখন মিশ্রী গ্রন্থে দেখা যাইতেছে, যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ বারেন্দ্র ভূমিতে গমন করিয়াছিলেন; তাঁহারা বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইয়া ছিলেন। প্রমাণ যথা;

তদ্দৈব বশতো জাতাস্তেষু সপ্ত সুতাবরাঃ।
বরন্দরং গতাঃ পঞ্চ কনিষ্ঠৌ রাঢ় সংস্থিতৌ ॥

সপ্তশতী কুলে জাত সাত জন কুমার বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হইয়াও তাঁহাদিগের দৈব ঘটনা বশতঃ তাঁহাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পাঁচ জনকে বরেন্দ্র ভূমিতে গমন করিতে হইয়াছিল; আর কনিষ্ঠ দুই জন রাঢ়দেশ বাসী হইয়াছিলেন।

ভাদুড়ী, ভট্টশালী, করঞ্জ, আদিত্য, কাম দেবতা এই সকল মান্য ব্যক্তি কুলীন ও শ্রোত্রিয় হইয়া সাত শতীরূপ ঘৃণিত উপাধি লজ্জায় পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত বারেন্দ্র হইয়াছেন; এই কথাটি নিন্দক ব্যক্তির অসৎ কল্পনা হইতে উদিত হইয়াছে ইহা কে না স্বীকার করিবে;।

বৈদিক শ্রেণীর মান।

আবার কোন খানে এরূপ উক্ত আছে, রাঢ়ী, বারেন্দ্র শ্রেণীতে অল্প সাত শতী মিলিয়াছেন; অবশিষ্ট সমস্তই

প্রায়ই বৈদিক কুলে মিলিয়াছেন। এদেশীয় ব্রাহ্মণেরা গাঁই গুলি ছাড়িয়া দিয়া সাতশতী রূপ ঘৃণিত উপাধি হইতে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক বৈদিক উপাধি গ্রহণ করিলেন।

প্রত্যুত্তর।

যাঁহারা বেদার্থ বুঝিতে পারেন ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন, তাঁহারা যেখানে স্বর্গ মর্ত্ত্য ব্রহ্ম পদ পর্য্যন্ত তুচ্ছজ্ঞান করেন, সেখানে রাজদত্ত মানসূচক সপ্তশতী উপাধি পরিত্যাগ করিয়া বৈদকি হইলেন, এ কোন বিচিত্র কথা ! ! !

বস্তুতঃ বল্লালকৃত কুল মর্য্যাদা রাখিতে হইলে এমন ঘটিয়া উঠে, যে সৎপাত্র বিদ্যমানে অসৎ পাত্রে কন্যা দান করিতে হয়।

কামমা মরণাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণ হীনায় কর্হিচিৎ।

অস্যার্থ।

কন্যা ঋতুমতী হইয়া মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত বরং গৃহে থাকিবেক, তথাপি তাহাকে নির্গুণ পাত্রে প্রদান করিবেক না।

এই মানবীয় বচনের সহিত বল্লালকৃত শাসনের বিরোধ হইবে বলিয়া সদাচার সম্পন্ন গুণশালী ব্যক্তিকে মর্য্যাদাপন্ন ও গৌরবান্বিত জ্ঞান করিয়া বৈদিক শ্রেণীর মধ্যে কোঁয়াড়ী মহাশয়েরা অদ্যাপি কন্যাদান করিয়া থাকেন। গাঁই গোত্র অনুসারে ব্রাহ্মণের মানের তারতম্য হয় না। ইহাঁদিগের মতে আচার ও গুণ অনুসারে হইয়া থাকে। বৈদিক মহাশয়েরা মহৎলোক ; কত কত প্রধান প্রধান কুলীনের গুরু,

তাঁহাদিগের উপাধির পূর্ব্বে শ্রী শব্দ না দিয়া ঘৃণিত এই বিশেষণ শব্দ ব্যবহার করা জ্ঞানীর কার্য্য কি অজ্ঞানীর কার্য্য? কুলীনের গুরু হইলেই সৎ শ্রোত্রিয়ের জামাতার ও বৈবাহিকের গুরু হইলেন। বৈবাহিকের বাটীর সামান্য লোকের মান রাখা উচিত। গুরুকে অপমান করা কতদূর আক্ষেপের বিষয়; কি পর্য্যন্ত দূষণীয় কথা, তাহা বলিবার নহে। গুরু নিন্দা, দেবতা নিন্দা, দ্বিজ নিন্দা শ্রবণ করিয়া নীরব হইয়া থাকা উচিৎ নহে। এজন্য কিঞ্চিৎ লিখিলাম, মহতের নিন্দা শ্রবণে মহাপাপ জন্মে। প্রমাণ যথা;—

ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে, শৃণোতি
তস্মাদপি যঃ স পাপ ভাক্।

তিন শ্রেণীতে সপ্তশতী প্রদর্শিত হওয়ায় সকলের মান রক্ষার্থে নিম্ন লিখিত পদ্যটী সকলের জানা আবশ্যক।

যে কুলেতে যে শ্রেণীতে সপ্তশতী নাই।
সে কুলেতে সে শ্রেণীতে কোথা বামনাই॥

উত্তর বারেন্দ্রদিগের গৌরব।

গৌড় রাজ্যে ভদ্র বংশের বৃদ্ধি নাই, ইহা চির প্রসিদ্ধই আছে। ভদ্রলোকেরাই একথা বলিয়া থাকেন ও মানিয়া থাকেন। অভদ্র লোকের পক্ষে এ বিষয় স্বীকার করা কঠিন; স্বীকার করিলে সপ্তশতী কোথায় গেলেন, কি হইলেন বলিয়া ভাবিতে হয় না। আমরা আমাদিগের

নিকটবর্ত্তি গ্রহাচার্য্য ও অন্যান্য বর্ণ ব্রাহ্মণদিগকে গাঁই গোত্র জিজ্ঞাসা করায় পঞ্চগোত্র ব্রাহ্মণের গাঁই গোত্রের পরিচয় দিয়াছেন। কেহই সপ্তশতীর গাঁই গোত্রের পরিচয় দেন নাই, এজন্য গ্রহাচার্য্য বা বর্ণ ব্রাহ্মণ হওয়ায় সপ্তশতীর হ্রাস হওয়া অলীক কথা বলিতে হইবে; যদি ঐ কারণে সাত শত ঘরের হ্রাস হইত, তাহা হইলে পঞ্চ ব্রাহ্মণের আর কিছুই থাকিত না।

কেবল রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক এই তিন শ্রেণীর মধ্যে সপ্তশতীর গাঁই গোত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমাবস্থায় সপ্তশতীর মধ্যে দুই জন রাঢ়দেশ বাসী ও পাঁচ জন বরেন্দ্র দেশ বাসী হইয়াছিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে অনেকে আসিয়া রাঢ়দেশে বাস করিলেন; এবং রাজা বল্লাল সেনের কুল শাসন প্রণালীতে চলিতে লাগিলেন, ও রাঢ়ীশ্রেণী বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

এইরূপ যাঁহারা বরেন্দ্র ভূমিতে বাস করিলেন, তাঁহারা বারেন্দ্রশ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইলেন। আর যাঁহারা রাঢ়দেশ ও বরেন্দ্র দেশের মধ্যে বাস করিলেন এবং রাজা বল্লাল সেনের মতে না চলিয়া বেদ বিহিত শাস্ত্র অনুসারে কন্যা সম্প্রদানাদি কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেম, তাঁহারা বৈদিক বলিয়া অভিহিত হইলেন। পূর্ব্বে ভাদুড়ী, ভট্টশালী, করঞ্জ, আদিত্য, কামদেবতা এই পাঁচ জন বরেন্দ্র ভূমিতে গমন করিয়াছিলেন, উত্তর বারেন্দ্র বলিয়া তাঁহাদিগের সংজ্ঞা হয়; এবং কুল মর্য্যাদা স্থাপক রাজা বল্লাল সেন হইতে তাঁহাদিগের বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ হয়।

প্রমাণযথা;—কলীতিহাসের ২য় খণ্ড, বল্লালসেন প্রস্তাব।

তত্রাদাবাগতঃ কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণঃ স্বর্ণ কৌশিকঃ।

ততঃ সমাগতঃ পশ্চাদ্বিপ্রো রজত কৌশিকঃ।

কৌণ্ডিন্যঃ কৌশিকঃ পশ্চাৎ ঘৃত কৌশিক কৌশিকৌ।

এতে উত্তর বারেন্দ্রা উত্তরেচ প্রতিষ্ঠিতাঃ॥

ইতি সাগর প্রকাশে সপ্তশতী মহিমোজ্জ্বল তরুর তৃতীয় শাখা সমাপ্ত।

প্রথম শাখায় উল্লেখ করা গিয়াছে যে, পিপলাই দোষে খড়দহ মেলের উৎপত্তি হওয়ায় পিপলাই দোষ না হইয়া গুণ হইয়া উঠিয়াছে; ইহাতে করিয়া কেহ বোধ না করেন যে, কেবল এক পিপলাই গাঁই খড়দহ মেলের কারণ, অন্য কারণ নাই এমত নহে। ডিংসাই ও গড়গড়ি গ্রামীণ লোকেরা বলিয়া থাকেন, খড়দহ মেল, তাঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট কুলীন। ফলতঃ পিপলাই, ডিংসাই ও গড়গড়ি এই তিন দোষেই খড়দহ মেলের উৎপত্তি হইয়াছে; এই নিমিত্ত উক্ত তিন গাঁই খড়দহ মেলের কারণ। যে কোন কষ্ট শ্রোত্রিয় দ্বারা একটি শ্রেষ্ঠ মেলের উৎপত্তি হয়; তাঁহাকে সাধ্য শ্রোত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। প্রথম শাখায় এই ভাব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত পিপলাই, ডিংসাই, গড়গড়ি, খড়দহ মেলের এই তিন কারণ সত্ত্বে উদাহরণের সময় সকল নাম না করিয়া পিপলাই, এই একটী মাত্র দৃষ্টান্ত স্থল দর্শান গিয়াছে। ডিংসাই ও গড়গড়ির নাম খড়দহ মেলের উৎপত্তির সময় না দেওয়ায় তাঁহাদিগের মনে লেখকের পক্ষপাত দোষ বলিয়া ভাণ হইতে পারে। তদ্দোষ পরি-

হারার্থে প্রমাণের সহিত খড়দহ মেলের ত্রিদোষের বর্ণনা করা যাইতেছে। এস্থলে অনেকে বলিতে পারেন, এক দোষ পরিহারার্থে অন্য দোষ বলা উচিত নহে। কিন্তু আমাদিগের মনে যে দোষ পরে গুণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা ব্যাখ্যা করায় দোষ নাই। বিশেষত; উক্ত ত্রিবিধ দোষ বর্ণনায় এই এক মহৎ ফল দর্শিতে পারে যে, বহুদোষে দোষী হইলেও সপ্তশতী ভাবের প্রভাবে সাগরের মহিমায় সর্ব্বদোষ বিমোচন ও প্রশংসাভাজন হইতে পারা যায়, এ বিষয় অনায়াসে সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

এবং "মেল বন্ধ কালে যাতে সাগরের অংশ।
পড়িল তাহারা কুলে হইল প্রশংস"॥

কুল চন্দ্রিকার লিখিত এই বচনের মহীয়সী শক্তি প্রকাশ পাইবে, ইহা হতে অধিক আর কি আছে।

খড়দহ মেলের ত্রিদোষ যথা;। বহু বিবাহ গ্রন্থের প্রথমভাগে ২৭ পৃষ্ঠার লিখিত; "যোগেশ্বর পণ্ডিত ও মধু চট্টোপাধ্যায় উভয়ে এক বিধ দোষে লিপ্ত ছিলেন; এজন্য এ দুয়ে খড়দহ মেল বন্ধ হয়। যোগেশ্বরের পিতা হরি মুখোপাধ্যায় গড়গড়ি কন্যা, যোগেশ্বর নিজে পিপলাই কন্যা বিবাহ করেন। মধু চট্টোপাধ্যায় ডিংসাইরায় পরমানন্দের কন্যা বিবাহ করেন। যোগেশ্বর এই মধু চট্টোপধ্যায়কে কন্যা দান করিয়াছিলেন"।

চতুর্দ্দশ কষ্ট শ্রোত্রিয়ের মধ্যে উপরোক্ত ত্রিদোষে খড়দহ মেলের উৎপত্তি; আর মহিন্তা দোষে সর্ব্বানন্দী মেলের উৎপত্তি হয়। তন্নিমিত্তে ঐ চারি গাঁই কুলের অরি হইয়াও

আপনাদিগকে সাধ্য শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন; কিন্তু গৌণ কুলীনের সাধ্য শ্রোত্রিয় হওয়া সর্ব্ববাদি সম্মত নহে, এবিষয়ে অনেক মতামত আছে। কেহ ২ সাধ্য বলিয়া স্বীকার করে, কেহ২ করে না। যখন গড়গড়ি প্রভৃতি কষ্ট শ্রোত্রিয়েরা দেখিলেন, ফুলিয়া মেলের কুলীনেরা গড়গড়ি প্রভৃতি দোযস্পর্শ ভয়ে তাঁহাদিগের কন্যা গ্রহণে সম্মত নহেন। তখন গড়গড়িপ্রভৃতি তিন ঘর কষ্ট শ্রোত্রিয়, খড়দহ মেলকে, ও মহিন্তা গ্রামী শ্রোত্রিয় সর্ব্বানন্দী মেলকে তাঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট কুলীন বলিয়া পরিচয় দিয়া অন্যান্য কষ্ট শ্রোত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে চেষ্টা করিতেলাগিলেন। ভাগ্যক্রমে সে আশা সম্পূর্ণরূপ সফল হইলনা। খড়দহ ও সর্ব্বানন্দী মেলের মধ্যে দুই এক জন কুলীন, ঐশ্বর্য্যশালি উপরোক্ত কষ্ট শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু অনেকেই পুনর্গড়গড়ি, পুনর্মহিন্তা দোষ বলিয়া স্বীকার করিলেন না, ইহা যুক্তি সংঙ্গত বটে, তাহার তাৎপর্য্য এই, পূর্ব্বে খড়দহ ও সর্ব্বানন্দী মেলের গড়গড়ি পিপলাই, ডিংসাই, মহিন্তা প্রভৃতি যে সমস্ত দোষ ঘটিয়াছিল, সপ্তশতী ভাবাপন্ন সাগরের গৌরব রূপ জলে তাহা প্রক্ষালিত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে পুনর্ব্বার ঐ সমস্ত দোষ স্বীকার করা বিধি বহির্ভূত কর্ম্ম। ঐ সকল ব্যক্তির কন্যা গ্রহণ করিলে কুলীনের কুলধ্বংশ হয়; প্রমাণ যথা;

মেল মালা।

মহিন্তা জগদানন্দো দগ্ধ বাটী গজেন্দ্রকঃ।
ডিণ্ডীচ পরমানন্দ স্ত্রয়ো রায়াঃ কুলান্তকাঃ॥

কষ্ট শ্রোত্রিয় কাহাকে বলে, কোন্ ২ গাঁই কষ্ট শ্রোত্রিয়; কষ্ট শ্রোত্রিয় কুল নাশক হইল কেন, অনেকের মনে এরূপ প্রশ্নের উদয় হইতে পারে। যদিও এ বিষয় নানা গ্রন্থে লিখিত আছে, তথাপি এক গ্রন্থ পাঠ করিবার সময় অন্য এক গ্রন্থ অবলম্বন করা কষ্টকর বোধ হয়। সকল সময়ে সকল কথা স্মরণ হয় না। এজন্য তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিবরণ পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইল। ধর্ম্মাধর্ম্ম পক্ষে যেমন প্রমাণ স্থল শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ; আভিজাত্য পক্ষে সেইরূপ মিশ্রী গ্রন্থ, কুলদীপিকা, কুল চন্দ্রিকা, মেল মালা প্রভৃতি কুলজী গ্রন্থই প্রমাণ। ঐ সকল পুস্তক পাঠ করিলে অসন্দিগ্ধ রূপে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, দীর্ঘাঙ্গী অবধি হড়, গড়গড়ি পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ গাঁই, গৌণ কুলীন, কুলীনের শত্রু, অচল, অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। প্রমাণ

১, দীর্ঘাঙ্গী, ২ পারি: ৩, কুলভী ৪ পোড়ারী, ৫ রাই, ৬ কেশরী।
৭, ঘন্টা, ৮ ডিণ্ডী, ৯ পীতমুণ্ডী ১০ মহিন্তা ১১ গূড়, ১২ পিপ্পলী।
১৩, হড়শ্চ ১৪ গড়গড়ি শ্চৈব ইমে গৌণা: প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

মেল মালা।

চতুর্দ্দশ গৌণ কুল ভাব লেখা গেল।
কেশর হইতে এরা সকলই অচল॥
অরয়: কুলনাশকাঃ।
যৎকন্যা লাভ মাত্রেণ সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

বিদ্যাসাগর প্রণীত বহু বিবাহ গ্রন্থের ১ম ভাগে লিখিত আছে, যে, রাজা বল্লাল সেন কৌলীন্য মর্য্যাদা

স্থাপনের দিন স্থির করিয়া ব্রাহ্মণদিকে নিত্য ক্রিয়া সমাপনান্তে রাজ সভায় উপস্থিত হইতে আদেশ করেন; তাহাতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ এক প্রহরের সময়, কতকগুলি দেড় প্রহরের সময়; আর কতকগুলি আড়াই প্রহরের সময় উপস্থিত হন। যাঁহারা আড়াই প্রহরের সময় উপস্থিত হন, তাঁহারা কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন, যাঁহারা দেড় প্রহরের সময়, তাঁহারা শ্রোত্রিয়, আর যাঁহারা এক প্রহরের সময়, তাঁহারা গৌণ কুলীন হইলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই, প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্য ক্রিয়া করিতে অধিক সময় লাগে, সুতরাং যাঁহারা আড়াই প্রহরের সময় আসিয়া ছিলেন, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্য ক্রিয়া করিয়াছিলেন; তদ্দ্বারা রাজা তাঁহাদিগকে সদাচারপুত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, এজন্য তাঁহাদিগকে প্রধান মর্য্যাদা প্রদান করিলেন। দেড় প্রহরের সময় আগতেরা আচারাংশে ন্যূন ছিলেন, এজন্য ন্যূন মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন। আর এক প্রহরের সময় আগতেরা আচার ভ্রষ্ট বলিয়া অবধারিত হইলেন; এজন্য রাজা তাঁহাদিগকে হেয়জ্ঞান করিয়া অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত করিলেন। কালক্রমে গৌণ কুলীনেরা শ্রোত্রিয় শ্রেণীতে নিবেশিত হইলেন; কিন্তু সর্ব্বাংশে শ্রোত্রিয়দিগের সমান হইতে পারিলেন না, প্রকৃত শ্রোত্রিয়েরা শুদ্ধ শ্রোত্রিয় ও গৌণ কুলীনেরা কষ্ট শ্রোত্রিয় বলিয়া উল্লিখিত হইতে লাগিলেন। গৌণ কুলীন সংজ্ঞাকালে তাঁহারা যে রূপ হেয় ও অশ্রদ্ধেয় ছিলেন, কষ্ট শ্রোত্রিয় সংজ্ঞাকালেও সেইরূপ রহিলেন।

কেহ ২ এমন ভাবিতে পারেন যে, সপ্ত শতী যদি সম্ভ্রম সূচক শব্দ হইত, তাহা হইলে ভাদাড়ী এই শব্দের আকারের স্থানে উকার করিয়া বরেন্দ্র ভূমিতে ভাদুড়ী বলিয়া প্রকাশ করিবার প্রয়োজন কি ?

প্রত্যুত্তর।

বরেন্দ্র ভূমি গমনের পরেও করঞ্জ, কামদেব, আদিত্য প্রভৃতি গাঁইগুলির কোন বর্ণের অন্যথা হয় নাই। গাঁই বাচক শব্দের মধ্যে কতকগুলি শব্দের স্বতঃসিদ্ধ রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। নিম্নে গুটিকতক উদাহরণ প্রদর্শিত হইল, তাহা পাঠ করিলে সে সংশয় নিরাকরণ হইতে পারে।

মূল শব্দ	...	...	...	রূপান্তর
পিপ্পলী	...	...	...	পিপলাই
ডিণ্ডী	...	...	...	ডিংসাই
মহিন্তা	...	...	...	মতিলাল
বন্দ্য	...	...	...	বাঁড়ুয্যে
মুখটী	...	...	...	মুখয্যে
চট্ট	...	...	...	চাটুয্যে
যবগ্রামী	...	...	...	জগাই

সম্ভ্রম বৃদ্ধি করিবার জন্য যত্ন করিয়া কেহ ঐ সকল গাঁইগুলির রূপান্তর করে নাই, গাঁই বাচক শব্দের স্বাভাবিকী পরিবর্ত্তন শক্তি আছে, বলিয়া রূপান্তর হইয়াছে। উপরোক্ত গাঁইগুলির রূপান্তরের শক্তি পর্য্যালোচনা করিলে ভদ্র লোকের প্রতি ভাদাড়ী এই শব্দের আকারের স্থানে

উকার করা অপবাদ দিয়া পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হয় না।—অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, যে, সপ্ত শতী সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলেই কি সমান রূপ প্রধান মর্য্যদা সম্পন্ন অথবা তাঁহাদির মধ্যে মানের বিশেষ তারতম্য আছে?, এবং তাঁহাদিগের মধ্যে মর্য্যাদাহীন গৌণ কুলীন সদৃশ কেহ আছেন কিনা?

প্রত্যুত্তর।

আরথ, ভাগাই, বালথবি, পিথুরী প্রভৃতি যঁহারা মিশ্রীগ্রন্থ উক্ত চত্বারিংশৎ কুলের মধ্যে গণ্য নহেন, সেই সকল সাধারণ সপ্ত শতীর মধ্যে সকল ভাবের ব্যক্তি থাকিবার সম্ভব। এ পুস্তকে তাঁহাদিগের তত্ত্বানুসন্ধান করা সঙ্কল্প নহে। এখানে কেবল প্রথম শাখায় নগড়ী আদি যে চত্বারিংশত্ গ্রামীণের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাঁহাদিগের বিশেষ কীর্ত্তন করা প্রধান সংঙ্কল্প।

রাজা আদিশূরের বাক্যে নগড়ী প্রভৃতি তৎতদ্ গ্রামীণ বলিয়া তাঁহারা রূঢ়ঃ অর্থাৎ সকলেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রমাণ যথা; মিশ্রীগ্রন্থ।

তৈরূঢ়া নৃপতের্বাক্যাৎ সপ্ত সপ্ত শতাত্মজাঃ।

রাজা আদিশূর এদেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে বাসার্থে এক এক গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন, সেই সেই গ্রামের নামানুসারে নগড়ী প্রভৃতি চত্বারিংশৎ গ্রামীণ আর্থাৎ গাঁই বলিয়া *সপ্তাধিক* * সপ্ত শত ব্রাহ্মণ কুমারেরা প্রসিদ্ধ ছিলেন।

* *সাত জন বরেন্দ্রাদি দেশে গিয়া বাস করায় অবশিষ্ট এদেশে* সাত শত ঘর থাকায় সপ্ত শতী নামে বিখ্যাত হইলেন।

সেই সকল প্রসিদ্ধ চত্বারিংশৎ কুলের মধ্যে গৌণ কুলের সদৃশ কুলহন্তা কেহই ছিলেন না, থাকিলে মেল মালায় তাহা লিখিত থাকিত। চত্বারিংশৎকুল সপ্ত শতী শ্রোত্রিয়ের অন্তর্গত পিতাড়ী নামে একটি গাঁই বিশেষ আছে। কোন কুলীন গৌণ কুলীনের কন্যা বিবাহ করিয়া বিপদে পড়িলে পিতাড়ী হইতে স্বপদে উত্থানের আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু পিতাড়ী সেই আপৎকুলের শ্রী হইতে সমর্থ হন নাই। প্রমাণ যথা; মেল মালা।

যদি ভবতি নিতান্তং বারিধি র্বারি শূন্যো
যদি হয় গজে বা দৃশ্যতে শৃঙ্গ সৃষ্টি:।
রবিকর নিকরশ্চেৎ শীতভাবং প্রয়াতি
তদপি নহি পিতাড়ী মিশ্রিতাপৎকুল শ্রী:॥

উক্ত বচনে এই মাত্র স্থির হইল যে, চত্বারিংশৎ কুল শ্রোত্রিয়ের মধ্যে কেবল পিতাড়ী আপৎকুলের উদ্ধার কর্ত্তা হইতে না পারায় অপেক্ষা কৃত ন্যূন মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়া কুলের শ্রী দাতা বলিয়া অভিহিত হইলেন না; নচেৎ ঐ কুলের মধ্যে গৌণ কুলীনের ন্যায় কুল নাশক বলিয়া কুলজীতে কাহার নাম দৃষ্ট হয় না। সপ্ত শতীর গাঁইগুলি যে বিশুদ্ধ, তাহার আরও বিশেষ প্রমাণ আছে। এই সকল গাঁই কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের গাঁইগুলির আদর্শ। সপ্তশতীর স্বপক্ষ ও বিপক্ষ উভয়ে ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন, সম্বন্ধ-নির্ণয় নামক পুস্তকেও লিখিত আছে যথা;—"আদিশূরের আনীত কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ পঞ্চকের আগমনের পূর্ব্বে এদেশে

যে সকল ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন, তাঁহাদিগের সংখ্যা সমস্ত বাঙ্গালায় সাড়ে সাত শত ঘর মাত্র ছিল, তাঁহারা কাল ক্রমে সাত শতী নাম প্রাপ্ত হন। ঐ সকল ব্রাহ্মণগণ চত্বারিংশৎ পৃথক গ্রামীণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন; তাঁহা-দিগকে আদর্শ করিয়া কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের সন্তান দিগকে পৃথক পৃথক গ্রাম দেওয়া হয়; উত্তরকালে ঐ সকল নিবাসগ্রাম অনুসারে ইহাঁদিগের অধস্তন সন্তান বর্গও পৃথক পৃথক গ্রামীণ বলিয়া পরিচিত হন"। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য, যাহার আদর্শ উৎকৃষ্ট, তাহাই উৎকৃষ্ট; আর যাহার আদর্শ নিকৃষ্ট; তাহাই নিকৃষ্ট; অতএব পঞ্চ গোত্রের গাঁইগুলির আদর্শ স্বরূপ সপ্তশতীর গাঁই গুলি সাতিশয় পরিশুদ্ধ ও মাননীয় ছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

সপ্তশতী আদি মূল সপ্তশতী সার।
পঞ্চ গোত্রে গাঁই পায় আদর্শে যাহার॥

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, সাত শত ঘর ব্রাহ্মণের মধ্যে এক জন ও প্রধান পদ কৌলীন্য মর্য্যাদা লাভ করিতে পারেন নাই; যেখানে যত সপ্তশতী আছেন, সকলেই শ্রোত্রিয়। যাঁহারা একথা বলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মনের ভাব এই যে, কৌলীন্য মর্য্যাদা অপেক্ষা শ্রোত্রিয় পদ নিকৃষ্ট; কিন্তু দেখা যাইতেছে, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র সকল জাতির মধ্যে কৌলীন্য উপাধি আছে, শ্রোত্রিয় নাম ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতির মধ্যে শুনা যায় না। শ্রোত্রিয় নাম সাধারণ নাম নহে, অনেকে কুলীন

বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন; কিন্তু শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে সকল জাতির অধিকার নাই; অনেক আরাধনায় অনেক জন্মের পর শ্রোত্রিয় কুলে জন্ম হয়, ইহা সকলে অবগত নহে তন্মূর্খতা নিবন্ধন কুলীন হইতে শ্রোত্রিয়কে ন্যূন মর্য্যাদা সম্পন্ন বোধ করা হয়, এজন্য কিঞ্চিৎ শ্রোত্রিয় মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

শ্রোত্রিয় শব্দের অর্থ।

শ্রূয়েতে ধর্ম্মাধর্ম্মৌ অনেন, এই অর্থে শ্রু ধাতুর উত্তর ত্র প্রত্যয় করিয়া প্রথমতঃ শ্রোত্র এই পদ নিষ্পন্ন হয়, শ্রোত্র শব্দে বেদ বুঝায়, পরে শ্রোত্র শব্দের উত্তর জ্ঞানার্থে বা অধ্যয়নার্থে ইয় প্রত্যয় করিয়া শ্রোত্রিয় শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার অর্থ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, বা বেদাধ্যায়ী বিপ্র। প্রমাণ :

জন্মনা ব্রাহ্মণোজ্ঞেঁয়ঃ সংস্কারৈ র্দ্বিজ উচ্যতে।
বিদ্যাভ্যাসী ভবেদ্বিপ্রো শ্রোত্রিয় স্ত্রিভিরেবহি ॥ ১
একাংশাখাং সকল্পাং বা ষড়্ভিরঙ্গৈ রধীত্যচ।
ষট্ কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয় নাম ধর্ম্মবিৎ ॥ ২
ইতি প্রকৃতি বাদ অভিধানে শ্রোত্রিয় শব্দের অর্থ।
দূরদর্শী দীর্ঘদর্শী শ্রোত্রিয় ছান্দসৌ সমৌ

ইতি অমরকোষ।

জন্মনা ব্রাহ্মণোজ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈ র্দ্বিজ উচ্যতে।
বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয় উচ্যতে ॥ ৩

ইতি প্রকৃতিবাদ অভিধানে দ্বিজ শব্দের অর্থ।

ধনিনঃ শ্রোত্রিয়ো রাজা নদী বৈদ্যস্তু পঞ্চমঃ।
পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে তত্র বাসং ন কারযেৎ ॥

ইতি চাণক্য ॥

জীব তির্য্যক্ যোনি হইতে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া প্রথমতঃ পুক্কশ বা চণ্ডাল যোনিতে উৎপন্ন হইয়া সহস্র বৎসর সেই নিকৃষ্ট যোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক শূদ্রতা লাভ করে। তৎপরে ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর অতীত হইলে তাহার বৈশ্যতা লাভ হয়। বৈশ্যতা লাভের পর এক লক্ষ অশীতি সহস্র বৎসর অতীত হইলে ক্ষত্রিয়ত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব লাভের পর এক শত অশীতি লক্ষ বৎসর অতীত হইলে পতিত ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়; তৎপরে সে সেই পতিত ব্রাহ্মণ কুলে দ্বিশত ষোড়শ কোটি বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া অস্ত্র জীবি ব্রাহ্মণের কুলে, তৎপরে চতুঃষষ্টি সহস্র অষ্টশত কোটি বৎসর অতীত হইলে গায়ত্রী সেবি ব্রাহ্মণ বংশে, এবং পরিশেষে ঐ বংশে দুইশত উনষষ্টি লক্ষ বিংশতি সহস্র কোটি বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া শ্রোত্রিয় গৃহে জন্ম পরিগ্রহণ করে।

ইতি মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বে অষ্টাবিংশতি
তম অধ্যায়ে ইন্দ্র মতঙ্গ সংবাদ।

ঋষিগণ প্রণীত শাস্ত্রে ও বেদাঙ্গে শ্রোত্রিয়ের মাহাত্ম্য যেমন বর্ণিত হইয়াছে, বেদেও তদ্রূপ তন্মহিমার পরাকাষ্ঠা শ্রুত হইয়া থাকে।

তথাচ শ্রুতি।

তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্‌গুরু মেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্ম নিষ্ঠং॥

পূর্ব্বে শ্রোত্রিয় নামের যে কত দূর গৌরব ছিল, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। শ্রোত্রিয় গৃহে জন্ম গ্রহণ, সামান্য তপস্যার কর্ম্ম নহে। গৌণকুলীন ও বংশ-জেরা শ্রোত্রিয় নাম মাত্র গ্রহণ করিতে পারিলেই আপনা-দিগের জন্মের সার্থকতা বোধ করিতেন। প্রায় চারিশত বৎসর অতীত হইল, বীরভদ্রের সন্তানগণ আপনাদিগকে শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন; কিন্তু বীরভদ্রের পিতামহ সুন্দরামল্ল বাড়রী বংশজ ছিলেন (১)। ইহাতে করিয়া জানা যায়, বেদোক্ত শ্রোত্রিয় নাম সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া সকলের জ্ঞান ছিল, এক্ষণে সে জ্ঞানের অভাব হইয়া আসিতেছে; পুনর্ব্বার সেই জ্ঞানের বিশিষ্টরূপ উদ্দীপন হইবার আশায় এস্থলে শ্রোত্রিয় মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা গেল। অবশেষে এই মাত্র বক্তব্য যে,

সর্ব্ব কালে সর্ব্ব শাস্ত্রে শ্রোত্রিয়ের মান।
স্বতঃ সিদ্ধ বেদে দেখ তাহার প্রমাণ॥

ইতি সাগর প্রকাশে সপ্ত শতী মহিমোজ্জ্বল তরুর চতুর্থ শাখা সমাপ্ত।

শ্রোত্রিয় মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া অনেকেই বিবেচনা করিতে পারেন যে, কুলীনের প্রতি অসূয়া পরবশ হওয়ায় এইরূপ

---

(১) সম্বন্ধ নির্ণয় পরিশিষ্ট ৬ পৃষ্ঠা।

লিখিত হইয়াছে। কারণ, কুল শাস্ত্রে কুলীন প্রধান বলিয়া অপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে, বেদ, পুরাণের প্রমাণ দিয়া শ্রোত্রিয়ের প্রধানতা বর্ণনা করা বিধেয় নহে।

প্রত্যুত্তর।

প্রথমতঃ কুল শাস্ত্র হইতে ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রে যে, কত দূর শ্রোত্রিয় নামের ভুবন বিখ্যাত গৌরব ছিল, তাহাই সকলের স্মৃতি পথে পাতিত করণাভিলাষে শ্রোত্রিয় মাহাত্ম্য বর্ণনা করায় গুণ বৈ কোন দোষ নাই, এক জনের সুখ্যাতি করিলে অন্য জনের নিন্দা হয় না। সর্ব্ব শাস্ত্র হইতে শ্রোত্রিয় মহিমা বিস্তার রূপে উদ্ধৃত করায়, কুলীনের মান হ্রাস হইল বলিয়া আপত্তি করা যুক্তি সঙ্গত বোধ হয় না। কুলগ্রন্থে কুলীনের সহিত শ্রোত্রিয়ের যে রূপ সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা পাঠ করিলে কুলীন হইতে শ্রোত্রিয় নিকৃষ্ট এরূপ বলিতে কাহারো প্রবৃত্তি হইবে না। বহু বিবাহ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ২৩ পৃষ্ঠায় লিখিত, যথা;—

বল্লাল বিষয়ে নূনং কুলীনা দেবতাঃ স্বয়ং।
শ্রোত্রিয়াঃ মেরবোজ্ঞেয়া ঘটকাঃ স্তুতি পাঠকাঃ॥

অস্যার্থ।

কুলীনগণ দেবতা স্বরূপ; শ্রোত্রিয়গণ সুমেরু তুল্য, আর ঘটক সকল ইঁহাদিগের স্তুতি পাঠক।

উপরোক্ত শ্লোক পাঠে এই স্থির হইল, দেবতারা চিরকাল সুমেরুতে অবস্থান করেন বলিয়া, সুমেরু যেমন

দেবতাদিগের আশ্রয় স্থান, কুলীনদিগের পক্ষে শ্রোত্রিয় সেইরূপ আশ্রয় স্থান। আশ্রয়ের গুণে আশ্রিতকে উদ্বেজিত করে না। আশ্রয়ের প্রশংসা শ্রবণে আশ্রিতের সন্তোষ লাভ হয়, আশ্রয়ের সমস্ত গুণই আশ্রিতের প্রীতিজনক। যেমন জলের গভীরতা, শীতলতা ও মধুরতা প্রভৃতি গুণ মৎস্যের আনন্দদায়ক, যেমন সুমেরুর দৃঢ়তা, সারবত্তা ও উজ্জ্বলতা শ্রবণে দেবতাদিগের অন্তঃকরণে আনন্দ বর্দ্ধন হয়; সেইরূপ শ্রোত্রিয় মাহাত্ম্য শ্রবণে প্রকৃত কুলীনদিগের আনন্দ জন্মিবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

বংশজ উপাখ্যান।

বংশজ সন্তানদিগের মধ্যে কেহ কেহ শ্রোত্রিয়কে কন্যা দান করিতে সম্মত নহেন, ও বলিয়া থাকেন, বংশজ হইয়া শ্রোত্রিয়কে কন্যা দান করিলে মানের হানি হয়।

প্রত্যুত্তর।

এই প্রস্তাবে প্রথমে নিকৃষ্ট বংশজের বর্ণনা করিয়া পশ্চাৎ উৎকৃষ্ট বংশজের বর্ণনা করা যাইবে।

শ্রোত্রিয়কে কন্যা দান করা বংশজের পক্ষে মান কি অপমান ইহা স্থির করিতে হইলে অগ্রে কিরূপে বংশজের উৎপত্তি হইয়াছে, জানা আবশ্যক। ইতি পূর্ব্বে শ্রোত্রিয় মাহাত্ম্যে শ্রোত্রিয়ের মহিমা কীর্ত্তন করা হইয়াছে, এবং

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনং।
নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুল লক্ষণং ॥

কুলীনের এই কুল লক্ষণ প্রায় সকলেরই বিদিত আছে; এক্ষণে কেবল বংশজের লক্ষণ জানিতে পারিলেই সকল মীমাংসা হয়। আপন হইতে অধিকতর কুলগৌরবান্বিত ব্যক্তিকে কন্যা দান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। শ্রোত্রিয় হইতে বংশজেরা কুল মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ হইলে শ্রোত্রিয়কে কন্যা দান করা বংশজের পক্ষে অবিধি। আর নিকৃষ্ট হইলে সর্ব্ব বাদি সম্মত বিধি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বংশজের কুলমর্য্যাদা জানিবার জন্য কুলজীতে যে সকল বচন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

কুলার্ণব গ্রন্থের শ্লোক।

ধেনুং স্বর্ণময়ীং কৃত্বা দদৌ বিপ্রায় ধার্ম্মিকঃ।
সাচ স্বর্ণময়ী ধেনুশ্ছেদনে প্রজগৌমুহুঃ ॥
ছিন্না বহিষ্কৃতা রাজ্ঞা স্বর্ণানাং বণিজোঽভবন্।
বিপ্রাঃ প্রতিগ্রহা জাতাঃ সর্ব্ব ধর্ম্ম বহিষ্কৃতাঃ ॥

মহারাজ বল্লাল স্বর্ণ ধেনু নির্ম্মাণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন, এবং উহা ছেদন করিতে অনুমতি করিলেন। তদনুসারে যাহারা ছেদন করিয়াছিল, তাহারা স্বর্ণ বণিক্, আর দান গ্রাহী ব্রাহ্মণগণ সর্ব্ব ধর্ম্ম বহিষ্কৃত প্রতিগ্রহ সংজ্ঞাক্রান্ত হয়েন।

প্রতিগ্রহ নির্ণয়।

শঙ্করঃ পীতমুণ্ডীচ গড়োপিচ দিবাকরঃ।
গুড়ো ডাউক নামাচ দোকড়িশ্চৈব পিপ্পলী ॥

বন্দ্যো মার্ত্তণ্ড নামাচ তপো নিষ্ঠ দৃঢ় ব্রতঃ।
আনায়িশ্চ গণায়িশ্চ হাড়ো গোপীচ বন্দ্যজাঃ॥
মাধো দোকড়ি নামাচ রায়ীচ মধুসূদনঃ।
কুশিকো যব নামাচ হড়ো নারায়ণোপিচ॥
মহিন্তা দ্বিবিধ নামা দায়ারিশ্চৈব কেশবঃ।
চট্টঃ শকুনি নামাচ তৈল বাটী নয়ারিকঃ॥
কুন্দো বিশ্বেশ্বরোজ্ঞেয়ো বন্দ্যজা বিঠুসংজ্ঞকঃ।
ঘোষজো ভ্রাতরাবেতৌ মদন বিশ্ব রূপকৌ॥
গাঙ্গোদ্ভবো হাস্য নামা পূতি গৌতম সংজ্ঞকঃ।
শিমূলী পরাশরঃ খ্যাতঃ শঙ্করো ডিণ্ডি সংজ্ঞকঃ॥
অমীকুলোদ্ভবাশ্চৈব গোদানং জগৃহুর্দ্বিজাঃ।
তেষাং সম্বন্ধমাত্রেণ পঙ্কে গৌরিব সীদতি॥
সম্বন্ধে ভোজনেচৈব দানে যজ্ঞে তথৈবচ।
বিদ্বদ্ভিঃ শ্রাদ্ধ কালেচ বর্জ্জ্যা এতে পুনঃ পুনঃ॥

	নাম	গাঁই
১	শঙ্কর	পীতমুণ্ডী
২	দিবাকর	গড়গড়ি
৩	ডাউক	গুড়
৪	দোকড়ি	পিপ্পলী
৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০	মার্ত্তণ্ড আনায়ি গনায়ি হাড় গোপী বিঠু	বন্দ্য
১১	দোকড়ি	মাষচটক
১২	মধুসূদন	রায়ী

	নাম	গাঁই
১৩	যব	কুশারি
১৪	নারায়ণ	হড়
১৫ ১৬	দায়ারি কেশব	মহিন্তা
১৭	শকুনি	চট্ট
১৮	নয়ারি	তৈলবাটী
১৯	বিশ্বেশ্বর	কুন্দ
২০	মদন	ঘোষাল
২১	বিশ্বরূপ	ঘোষাল
২২	হাস্য	গাঙ্গুলী
২৩	গৌতম	পুতিতুণ্ডি
২৪	পরাশর	শিমলাই
৩৫	শঙ্কর	ডিংসাই

সৎকুলজাত এই সকল দ্বিজগণ গো দান গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাদের সম্বন্ধ মাত্রেই কলঙ্কিত। সম্বন্ধে, ভোজনে দানে, যজ্ঞে এমন কি শ্রাদ্ধ কালেও উঁহারা বর্জ্জনীয়।

গণো কন্যা বশিষ্ঠেন ঠোঠেন শকুনিসুতা।
হাড়ো কন্যা দায়িকেন কুবের হাস্যজা পতিঃ।
চক্রপাণিনাপি কন্যা গৃহীতা ধন লোভতঃ।
বিঠুসুতা পতির্ভূত্বা চতুর্ভুজঃ কুলভূষণঃ।
প্রতিগ্রহ সুতোদ্বাহাৎষড়েতে বংশজাঃ স্মৃতাঃ।

যে ব্যক্তি যাঁহার কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন।

বশিষ্ঠ	...	...	...	...	গণায়ির	কন্যা
ঠোঠ	...	...	...	...	শকুনির	,,
দায়িক	...	...	...	...	হাড়োর	,,
কুবের } চক্রপাণি }		...	...	...	হাস্যের	,,
কুলভূষণ	...	...	...	...	বিঠুর	,,

পূর্ব্বোক্ত ঐ সকল ব্যক্তি এই সমস্ত কন্যা বিবাহ করিয়া প্রথম বংশজত্ব প্রাপ্ত হন, যে হেতুক গণায়ি প্রভৃতি প্রতিগ্রহ হইয়াছিলেন। অতএব প্রতিগ্রহ সুতোদ্বাহী বংশজঃ। ইতি কুলরমা॥

যে রূপ বংশজের লক্ষণ লক্ষিত হইল, ইহাতে শ্রোত্রিয়েরা বংশজের কন্যা বিবাহ করিলে বংশজের শ্লাঘার বিষয় বলিতে হইবে। ওরূপ বংশজের কন্যা বিবাহ করা শ্রোত্রিয়ের কর্ত্তব্য নহে। বংশজ দ্বিবিধ; এক প্রকার উক্ত হইয়াছে; আর এক প্রকার যথা;

শ্রোত্রিয়ায় সুতাং দত্ত্বা কুলীনো বংশজোভবেৎ।
ইতি বহু বিবাহ গ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠা।

এই লক্ষণাক্রান্ত বংশজ মহাশয়েরা বংশজ দিগের মধ্যে প্রধান, শ্রোত্রিয়েরা ইঁহাদের কন্যা আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারেন। দুই প্রকার বংশজের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে ইহা ভিন্ন আর বংশজের লক্ষণ শুনা যায় না। দুয়ের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত অতি জঘন্য বংশজ, আর শেষোক্ত আর্থাৎ শ্রোত্রিয়কে কন্যা দান কারী অতি শ্রেষ্ঠ বংশজ; এই জন্য শ্রোত্রিয়কে কন্যা দান করা বংশজের পক্ষে লোক সমাজে সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ কল্প। বিশেষতঃ এখন কে কোন্ বংশজ, জানিবার অন্য উপায় নাই, কেবল এক মাত্র এই যাঁহারা আপনাদিগের নাম, মান ও লক্ষণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শ্রোত্রিয়কে কন্যা দান করিয়া বংশজ নামের সার্থকতা সম্পাদন করুন ইতি। বংশজোপাখ্যান সমাপ্ত।

ঋষিগণের গুণ কীর্ত্তন।

পৃথিবীর সমস্ত ব্রাহ্মণের যাবতীয় গোত্র আছে, সপ্তশতীর মধ্যে তৎসমস্তই শ্রবণ করা যায়; এমন গোত্র নাই যে, সপ্তশতীর মধ্যে প্রচলিত নাই। ইহার প্রমাণ প্রথম শাখায় দেখ।

অদ্যাপি বুড়ন পরগণায় ও শ্রীরামপুর প্রভৃতি গ্রামে কাশ্যপ গোত্রীয় সপ্তশতী বিদ্যমান আছেন, পদ্মানদীর দক্ষিণ ধারে এবং বিক্রমপুর ও ঢাকা জেলায় শাণ্ডিল্য গোত্রের কড়ারী গ্রামীণ সপ্তশতীর বাস অদ্যাপি দেখা যায়।

অতএব যখন কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের গোত্রের সহিত সপ্তশতীর মধ্যে কাহারো না কাহারো, অর্থাৎ ব্যক্তি বিশেষের গোত্রের ঐক্য আছে, এবং কুলদীপিকায় শাণ্ডিল্যাদি ঐ পঞ্চ গোত্র লইয়া বিয়াল্লিশ গোত্রের সংখ্যাবধারণ আছে; তখন সপ্তশতী পঞ্চ গোত্র বহির্ভুত একথা বলা যায় না, ও কথা শ্রবণের অযোগ্য। সপ্তশতীর মধ্যে পঞ্চ গোত্রের অতিরিক্ত বশিষ্ঠ, কৌণ্ডিন্য, গৌতম প্রভৃতি গোত্র থাকায় সপ্তশতী গোত্র, পঞ্চ গোত্রের ব্যাপক বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে যুক্তি সম্মত ব্যাখ্যা করা হয়। কেবল সংখ্যানুসারে এই রূপ ব্যাপ্য ব্যাপকতা ভিন্ন এক গোত্র হইতে অন্য গোত্রের উৎকর্ষাপকর্ষ নিবন্ধন কোন ইতর বিশেষ নাই। কোন্ ঋষির বংশে কোন্ ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করেন, গোত্র জানিতে পারিলে সেই ঋষির নাম মাত্র জ্ঞাত হওয়া যায়। অষ্টাদশ মহা পুরাণের মধ্যে বেদ বিদাম্বর ঋষিগণের অপার মহিমার তারতম্য শ্রুতি গোচর হয় না। স্বাভাবিক শীতলতা গুণ বিশিষ্ট জলের কোন কারণে উষ্ণতা প্রাপ্ত হইলেও পণ্ডিতেরা জলের উষ্ণতা গুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন না; সেই রূপ ঊর্দ্ধরেতা অব্যর্থ বীর্য্য, জিতেন্দ্রিয়তা গুণ বিশিষ্ট ঋষিগণ কোন কারণে রিপু পরতন্ত্র দৃষ্ট হইলেও সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকর্ত্তারা অজিতেন্দ্রিয় বলিয়া জ্ঞান করেন না। জগতের মঙ্গল সাধন উদ্দেশে অখণ্ড বিধি নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রযুক্ত শান্ত, দান্ত ঋষিগণকে এক একবার ইন্দ্রিয় বশীভূত হইতে হইয়াছিল। বৈকুণ্ঠ বাসী ভগবান নারায়ণ বেদ বিভাগ কর্ত্তা বেদব্যাসরূপে ভুতলে অতুল জ্ঞান বিস্তার করিবেন

বলিয়া মৎস্যগন্ধা সন্দর্শনে মহর্ষি পরাশরের অঙ্গে অনঙ্গ বাণ বিদ্ধ হইয়াছিল।

ব্রহ্মার কুমণ্ডল* হইতে ভূমণ্ডলে গঙ্গা আসিবেন বলিয়া সগর সন্তান সমূহের কার্য্যোপলক্ষে দেবর্ষি কপিল দেবের অন্তঃকরণে ক্রোধ জন্মিয়াছিল।

বৈকুণ্ঠনাথ ভগবান, দশরথের গৃহে রাম রূপে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া চিরতপস্বি ঋষ্যশৃঙ্গের মন, বিষয় লোভে আকৃষ্ট হইয়াছিল।

বিষ্ণুলোক গমনের সোপান স্বরূপ অনন্তব্রতে ভক্ত বৃন্দের অচলা ভক্তির উদ্রেক হইবে বলিয়া মহামুনি ভগবান কৌণ্ডিন্য ঋষির মোহ উপস্থিত হইয়া ছিল।

কৌণ্ডিন্য সংবাদ।

ভবিষ্য পুরাণ।

ধর্ম্ম পুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

সত্যযুগে বশিষ্ঠ কুলোদ্ভব সুমন্তু নামক একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন; ভৃগু বংশ সমুৎপন্না দীক্ষা নামে এক কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ঐ দীক্ষার গর্ব্ভে শীলা নাম্নী অশেষ রূপলাবণ্য শোভনা সুমন্তুর এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। শীলা বাল্য কালে মাতৃহীন হইয়া পিতৃগৃহে পিতৃস্নেহে শশিকলা সম দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন,

---

* মূলশব্দ কমণ্ডলু; কিন্তু ইহা চলিত ভাষায় কুমণ্ডল বলিয়া ব্যবহৃত হয়।

দীক্ষার পরলোক প্রাপ্তি হইলে সুমন্ত পুনর্ব্বার বিবাহ করেন। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর নাম কর্কশা। যেমন নাম, গুণ ও তদ্রূপ, গৃহ কার্য্যে অশক্তা হইয়া সর্ব্বদা নিদ্রা যাইতেন। শুনীর ন্যায় কলহ প্রিয়া ছিলেন, সুতরাং তাঁহা হইতে গৃহের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কিছুই হইত না, কেবল সেই ধর্ম্মশীলা, সুশীলা শীলা অতি অল্প বয়স্কা বালিকা হইয়াও সর্ব্ব কর্ম্ম সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করিতেন। শীলা সর্ব্বদা দেবার্চ্চনা, অতিথি সেবা ও মাতা পিতার শুশ্রষায় নিযুক্তা থাকিতেন। পিতৃ-বৎসলা শীলা ক্রমশঃ বিবাহের যোগ্যা হইলে, কাহাকে কন্যা দান করিব, এই চিন্তায় চিন্তাকুল সুমন্ত, অনেক মুনি ঋষি দর্শন করিয়া পরিশেষে মুনি শ্রেষ্ট মহাভাগ কৌণ্ডিন্যকে দেখিয়া মনোরথ সম্পূর্ণ সফল হইল ভাবিয়া বেদ বিধান অনুসারে তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। পর দিন প্রত্যুষে ভগবান কৌণ্ডিন্য ঋষি শীলা সহ গোযানে আরোহণ করিয়া নিজ নিকেতন গমন মানসে যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে পথি মধ্যে বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় এক নদীতীরে উপস্থিত হইয়া তথায় স্নান আহ্নিক করিতে লাগিলেন। শীলা সরিত্তটের ইতস্ততঃ পাদ চারণা করিতে করিতে এক স্থানে কতকগুলি স্ত্রী জাতির অনন্তব্রত উপলক্ষে মহা মহোৎসব দেখিয়া তথায় গমন করিলেন, দেবভক্তিপরায়ণা শীলা তাঁহাদিগের নিকট অনন্তব্রতানুষ্ঠানের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগের দত্ত পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা দেবাধিদেব অনন্তদেবের পূজা করিয়া স্বামীর সহিত নিজাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অনন্তব্রতে স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার আছে।

পুরুষের দক্ষিণ হস্তে ও স্ত্রীলোকের বাম হস্তে ডোর ধারণ করা কর্ত্তব্য, এই একটী মাত্র অনুষ্ঠানের বিশেষ আছে। একদা কৌণ্ডিন্য শীলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয়ে স্বর্ণা-লঙ্কারের অভাব নাই, তথাচ তুমি বাহুতে হরিত বর্ণের সূত্র ধারণ করিয়াছ, ইহার কারণ কি? শীলা বিনয়পূর্ব্বক বলিলেন, হে জীবিতেশ্বর? যাঁহার প্রসাদে অতুল ঐশ্বর্য্য সুখসম্ভোগ করি, সেই অনন্ত দেবের ডোর হস্তে বন্ধন করিয়াছি, ইহা শুনিয়া কৌণ্ডিন্য মুনি শীলা দেবীর হস্ত হইতে সেই সূত্র লইয়া সমীপস্থ অগ্নির উপর নিক্ষেপ করি-লেন। ঋষির এই কর্ম্ম বিপাকে সমস্ত ঐশ্বর্য্য ক্ষয়, বন্ধুর সহিত কলহ, তস্কর কর্ত্তৃক ধন অপহৃত, দারিদ্রদশা উপস্থিত ও শরীর পাপাদি সংযুক্ত হইল, ইত্যাদি সমস্ত ঘটনা অনন্ত উপেক্ষা দোষবশতঃ ঘটিয়াছে, বুঝিতে পারিয়া কৌণ্ডিন্য অনন্ত উদ্দেশে অনাহারে কখন কখন বনে বনে ভ্রমণ করেন, কখন কখন ধ্যান পরায়ণ হইয়া কালক্ষেপণ করেন, ঐ সময়ে আর কতকগুলি অলৌকিক ঘটনা দর্শন করিয়াছিলেন। যাঁহাদিগের বিশেষ জানিতে ইচ্ছা হয়, তাঁহারা উক্ত ব্রত কথা পাঠ করিবেন। বাহুল্য ভয়ে লিখিলাম না। পরি-শেষে ভগবান কৌণ্ডিন্য ঋষি তপোবলে শ্রীশ্রীঅনন্তদেব দর্শন ও অনন্ত ব্রত ধারণ করিয়া প্রথমে সুখৈশ্বর্য্য সম্ভোগ, এবং চরমে পরম মুক্তি লাভ করেন।

তদবধি ভূমণ্ডলে গৃহে গৃহে স্ত্রী পুরুষ সকলেই অনন্তব্রত পরায়ণ হইয়া কৌণ্ডিন্য নাম শ্রবণ পূর্ব্বক কৃতার্থতা লাভ করেন। সত্যকালে কুণ্ডিন নামে এক জন ঋষি ছিলেন,

তন্নামে একটি নগর ও ছিল যথা; "বিদর্ভঃ কুণ্ডিনঃ স্মৃতঃ" ইতি শিষ্ট প্রয়োগ।

সেই কুণ্ডিন ঋষির পুত্র কৌণ্ডিন্য। ইতি শব্দ কল্পদ্রুম ও শব্দার্থ প্রকাশিকা।

বিষ্ণু কর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়ায় ত্রিকাণ্ড শেষ নামক অভি-ধানে কৌণ্ডিন্যের আর একটি নাম বিষ্ণুগুপ্ত; যথা; বিষ্ণু-গুপ্তশ্চ কৌণ্ডিন্যঃ। গুপ্তশব্দের অর্থ রক্ষিত।

কৌণ্ডিন্য মুনির সন্তানেরাও কৌণ্ডিন্য বলিয়া বিখ্যাত হইলেন; সত্য কাল হইতে কলিকালে মহারাজ আদিশূরের সময় পর্য্যন্ত কৌণ্ডিন্যবংশের অসাধারণ গৌরব শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। রাজা আদিশূর অন্যান্য ব্রাহ্মণকে বাসার্থে যে সকল গ্রাম দিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণেরা সেই সেই গ্রামের নামে গাঁই বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিলেন। রাজা হইতে কৌণ্ডিন্য নিজ নামে গ্রাম পাইয়া স্বীয় নামে পরিচিত হইতে লাগিলেন। প্রথম শাখায় দেখ, যথা;

যবগ্রামী কড়ারীচ কৌণ্ডিন্যো বৈযুড়ী তথা॥

পূর্ব্বে কৌণ্ডিন্য বংশের যশঃশশধরকরজালে পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়া ছিল; এমন কি, সামান্য কথোপকথনে ও হিতোপদেশে লোকের মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মাইবার নিমিত্ত কৌণ্ডিন্যের নাম উল্লেখ করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের বিবরণ করা হইত। বিষ্ণু শর্ম্মার হিতোপদেশ তাহার এক প্রকার উদাহরণ স্থল। উক্ত গ্রন্থে সর্প ভেকের বাহন হইবে, এরূপ ব্রহ্ম শাপ অন্যান্য ব্রাহ্মণ হইতে অসম্ভব জ্ঞানে, অথবা প্রধান বংশ সত্ত্বে অন্যের

নাম উল্লেখ করা অবিধি বিবেচনায় কৌণ্ডিন্যের উপর আরোপ করিয়া যাহা বিবৃত হইয়াছে; এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ করি। ব্রহ্মপুর নিবাসি শ্রোত্রিয় কৌণ্ডিন্য ব্রাহ্মণের বিংশতি বর্ষ বয়স্ক অশেষ গুণালঙ্কৃত পুত্রকে দুর্দ্দৈব বশতঃ খল স্বভাব জন্য ভুজঙ্গে দংশন করিয়াছিল। তাহার পর ব্রহ্মপুর নিবাসি সমস্ত বন্ধুলোকেরা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল; কারণ বিজ্ঞেরা কহিয়াছেন,

উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্র বিপ্লবে,।
রাজদ্বারে শ্মশানেচ যস্তিষ্ঠতি সবান্ধবঃ॥

অস্যার্থঃ।

উৎসবেতে, বিপদকালেতে, দুর্ভিক্ষেতে, দেশোপদ্রবেতে রাজদ্বারে, ও শ্মশানেতে যে থাকে, সেই মিত্র। এই বিবেচনায় কপিল নামে এক জন স্নাতক ব্রাহ্মণ বলিলেন, ওহে কৌণ্ডিন্য এক্ষণে তোমার জ্ঞান শূন্য হইয়াছে, এই নিমিত্ত রোদন করিতেছ, তত্ত্ব কথা শ্রবণ কর।

ক্রোড়ী করোতি প্রথমংযদা জাতমনিত্যতা।
ধাত্রীচ জননী পশ্চাৎতদা শোকস্যকঃ ক্রমঃ॥

অস্যার্থঃ।

বালক জন্মিবা মাত্র সকলের প্রথমতঃ অনিত্যতা তাহাকে ক্রোড়ে করে, পশ্চাৎধাত্রী, জননী প্রভৃতিরা ক্রোড়ে করে, ইহাতে শোকের বিষয় কি।

ক্বগতা পৃথিবী পালাঃ সসৈন্য বলবান্ধবাঃ।
বিয়োগ সাক্ষিণী তেষাংভূমিরদ্যাপি তিষ্ঠতি॥

অস্যার্থঃ।

সৈন্য সামন্ত বান্ধব সহিত পৃথিবীপতিরা কোথায় গিয়াছেন, যাঁহাদিগের বিচ্ছেদ সাক্ষিণী পৃথিবী অদ্যাপি আছেন।

প্রতিক্ষণময়ংকায়ঃ ক্ষীয়মাণো ন লক্ষ্যতে।
আমকুম্ভ ইবাম্ভঃস্থো বিশীর্ণঃসন্ বিনশ্যতি॥

অস্যার্থঃ।

এই শরীর প্রতিক্ষণ ক্ষীণ হইতেছে তাহা বুঝা যায় না, কিন্তু জলমধ্যস্থ কাঁচা কলসের ন্যায় বিশীর্ণ হইয়া নষ্ট হয়।

আসন্নতরতামেতি মৃত্যুর্জন্তোর্দিনে দিনে।
আঘাতংনীয়মানস্য বধ্যস্যেব পদে পদে॥

অস্যার্থঃ।

যে পশুকে ছেদনার্থ লইয়া যায়, সে পশুর ছেদন যেমন পদে পদে নিকট হয়; সেই প্রকার যম দিনে দিনে প্রাণীর নিকটবর্ত্তী হইতেছেন।

বিষ্ণুশর্ম্মার হিতপোদেশে কৌণ্ডিন্যের প্রতি কপিলের উক্তি এইরূপ অনেক শ্লোক আছে, এস্থলে সে সকল বলিবার প্রয়োজন নাই। এখানে এই মাত্র বক্তব্য যে, যেরূপে হউক না কেন, কি নব্য, কি প্রাচীন বহুতর গ্রন্থের মধ্যে কৌণ্ডিন্য নাম শ্রবণে কুলদীপিকায় ধৃত সমুদয় প্রধান গোত্রের মধ্যে কৌণ্ডিন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ বলিয়া আমাদিগের জানা আছে।

সম্প্রতি একখানি পত্রিকা আমার হস্তগত হইল, তাহাতে লিখিত সপ্তশতীর মধ্যে অষ্ট গোত্র প্রসিদ্ধ। যথা;

শনকঃ শুনকঃ কাস্তো গৌতমশ্চ পরাশরঃ।
বশিষ্ঠো হারিসো বাস্বশ্চাষ্টৌ গোত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

প্রত্যুত্তর।

যে শ্লোক অনেক গ্রন্থের মধ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে; তাহাকেই প্রসিদ্ধ শ্লোক বলা যায়। উক্ত শ্লোক কুলদীপিকায় ধৃত হয় নাই, এজন্য প্রসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয়না। ধর্ম্মপ্রদীপে গোত্র প্রবর বিবেকের মধ্যে ধৃত হয় নাই, এজন্য প্রসিদ্ধ বলা যায় না। অনেক দেশের অনেক পণ্ডিতের সাহায্যে রাজা রাধাকান্ত দেবের অভিধানে সমস্ত গোত্র প্রবর উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও ঐ শ্লোক ধৃত হয় নাই, এই জন্য প্রসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

কোন্ কোন্ গোত্র প্রসিদ্ধ।

ধনঞ্জয় কৃত ধর্ম্ম প্রদীপে, গোত্র প্রবর বিবেকে লিখিত কৌণ্ডিন্য গোত্রের তিন প্রবর যথা, কৌণ্ডিন্য, স্তিমিক, কৌৎস*। বৈদিক সন্ধ্যার সূর্য্যোপস্থানে কৌৎস ঋষির নাম থাকায় দ্বিজগণ কর্ত্তৃক ত্রিকালীন উপাস্য হইয়াছেন, এজন্য প্রসিদ্ধ বলা যায়।

---

* যেমন উদ্বাহ তত্ত্বে লিখিত ঘৃত কৌষিক গোত্রের দুই প্রকার প্রবর; তদ্রূপ কৌণ্ডিন্য গোত্রের দুই প্রকার প্রবর; এক প্রকার উপরে উক্ত হইয়াছে, আর এক প্রকার যথা; কৌণ্ডিন্য, বশিষ্ঠ, আপ্নুবৎ।

পুরাণে কৌণ্ডিন্য নাম, ব্রতে কৌণ্ডিন্য নাম, ধর্ম্মপ্রদীপে কৌণ্ডিন্য নাম, কুলদীপিকায় কৌণ্ডিন্য নাম, হিতোপদেশে কৌণ্ডিন্য নাম, ত্রিকাণ্ড শেষ অভিধানে কৌণ্ডিন্য নাম, রাজা রাধাকান্ত দেবের অভিধানে কৌণ্ডিন্য নাম। যে রূপ নানা গ্রন্থে কৌণ্ডিন্য নাম প্রদর্শিত হইল, যে রূপ কৌণ্ডিন্য মাহাত্ম্য বর্ণিত হইল, যে রূপ প্রসিদ্ধ গোত্রের লক্ষণ লক্ষিত হইল, এই রূপ লক্ষণাক্রান্ত যে সকল গোত্র তাহাদিগকে প্রসিদ্ধ গোত্র বলা যায়।

ইতি সাগর প্রকাশে সপ্তশতী মহিমোজ্জ্বল তরুর পঞ্চম শাখা।

সমাপ্ত।

এই গ্রন্থখানি সমালোচনের জন্য, আমি অনেক বিশিষ্ট জ্ঞানাপন্ন ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিয়া ছিলাম, যিনি যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন,তাহাও সংশোধন করিয়াছিলাম; পরিশেষে এক তার্কিকের হস্তে অর্পণ করায় নিম্ন লিখিত একটি পূর্ব্ব পক্ষ উপস্থিত হইল যথা ;

সার মঞ্জরী নামক গ্রন্থে নঞর্থ কথনের উদাহরণ।

১। "ব্রাহ্মণেভ্যো দধি দাতব্যং কৌণ্ডিন্যায় ন দাতব্যং"।

২। "ব্রাহ্মণেভ্যো দধি দাতব্যং তক্রং কৌণ্ডিন্যায়"।

অর্থ।

১। সকল ব্রাহ্মণকে দধি দান করিবে, কৌণ্ডিন্যকে দধি দান করিবে না।

২। সকল ব্রাহ্মণকে দধি দান করিবে, কৌণ্ডিন্যকে তক্র দান করিবে।

ইহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে, পঞ্চ অমৃতের মধ্যে দধি একটি অমৃত বলিয়া গণ্য, এমন বস্তু কৌণ্ডিন্যকে না দিয়া অতি সামান্য বস্তু তক্র দানের বিধি করায় কৌণ্ডিন্যের গৌরবাপত্তি ঘটে না কেন?।

কাশ্যপ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি গোত্রের নাম না করিয়া কৌণ্ডিন্যের নাম উল্লেখ করিয়া উদাহরণ দিবার তাৎপর্য্য কি?।

প্রত্যুত্তর।

প্রথমতঃ জানা আবশ্যক, সকল ব্রাহ্মণকে দধি দিবে, কৌণ্ডিন্যকে দধি দিবেনা, অথবা তক্র দিবে, এই বাক্য কোন্ সময়ে কাহার প্রতি, কাহার উক্তি, ইহা একবার চিন্তা করিলেই অবিরোধে সকলের মনে উদিত হইতে পারে যে, নিমন্ত্রিত গণের ভোজনের সময়ে পরিবেষণকারীর প্রতি নিমন্ত্রণ কর্ত্তার উক্তি। এমন যদি হইল, তবে নিজালয়ে আগত নিমন্ত্রিত দশ জনের মধ্যে নয় জনকে দধি দান করিয়া এক জনকে বঞ্চনা করিলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তির গৌরবের হানি না হইয়া নিমন্ত্রণ কর্ত্তার মানের হানি ও পক্ষপাতিত্বরূপ অধর্ম্ম হয়, বলিতে হইবে। এপ্রকার অধর্ম্ম করিতে কাহারো কখন প্রবৃত্তি জন্মেনা, এরূপ কর্ম্ম কেহ কখন করে নাই, এজন্য সার মঞ্জরীর লিখিত দধি দান নিষেধ মান হ্রাস নিমিত্তক বলিয়া উপপন্ন করিবার চেষ্টা করা নিষ্ফল। কৌণ্ডিন্য দধি ভোজন করিবেন না, ইহা নিমন্ত্রণ কর্ত্তা পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিলেন, তজ্জন্য দধি দান নিষেধ করিয়াছিলেন। এমন ভাবে ব্যাখ্যা করিলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তির বা নিমন্ত্রণ

কর্ত্তার কোন দোষস্পর্শেনা, যাহাতে কোন দিকে দোষ না হয়, মীমাংসকেরা সেই ভাব ব্যাখ্যা করেন; সদোষ ব্যাখ্যা করা বিতণ্ডা বাদীর কর্ম্ম। আমরা যখন অদ্যাপি দেখিতে পাই, যজ্ঞাদিস্থলে নিমন্ত্রিত বহুলোকের মধ্যে স্বাস্থ্যভঙ্গ ভয়ে দুই এক জন দধি গ্রহণ করেন না, তদ্বিষয়জ্ঞাত আত্মীয়েরা তাঁহাকে দিতেও নিষেধ করেন; তখন এইরূপ পূর্ব্বকালেও কৌণ্ডিন্যের আত্মীয় কৌণ্ডিন্যকে দধি দান করিতে নিষেধ করিয়া থাকিবেন, ইহা অসম্ভব নহে।

সারমঞ্জরী গ্রন্থে এক বচনান্ত কৌণ্ডিন্য শব্দে কুণ্ডিন বংশীয় সমস্ত ব্যক্তিকে না বুঝাইয়া এক জনকে বুঝাইতেছে, এক জনের দধি ভোজন নিষেধের বিশেষ কারণ ঘটিতে পারে। সকলে সকল দ্রব্য ভাল বাসেনা, সকলের সকল দ্রব্য সহ্য হয় না। তক্রের আস্বাদন কিঞ্চিৎ অম্ল বটে, কিন্তু পরিপাক কালে অম্ল রস উৎপাদন করে না। দধি পরিপাক কালীন অম্ল রস উৎপাদন করিয়া থাকে, পরিপাক কালে যাহা অম্ল হইয়া উঠে, তাহা পরিত্যাগ করা বিধেয়, বিশেষতঃ অম্ল ভোজন শাস্ত্র নিষিদ্ধ যথা;

গীতা।

কট্বম্ল লবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণ রুক্ষ বিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখ শোকাময় প্রদাঃ॥

রাজসিক পুরুষ ও গর্ভবতী নারীর পক্ষে, অম্ল, অমৃত বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু সাত্ত্বিকের নিকট উহা আদরণীয় নহে। বিজ্ঞ লোকেরা মূল্যের আধিক্য বা ন্যূনতার প্রতি

দৃষ্টি করেন না, দ্রব্যের গুণ দেখিয়া গ্রহণ করেন। সুস্বাদু ও মুখ রোচক হইলেও এক মাত্র বাত দোষঘ্ন দধি অপেক্ষা, কফ, পিত্ত, বায়ু এই ত্রিদোষ দমনকারি তক্র অধিক আদরণীয়, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

দধির গুণ।

দধি স্বাদ্বগ্নিদং হৃদ্যং স্নেহনং রোচনং গুরু।
পাকে ঽম্লমুষ্ণং বাতঘ্নং মঙ্গল্যং বৃংহণংপরং॥
ইতি দ্রব্য গুণ।

তক্রের গুণ।

তক্রং ত্রিদোষ শমনং স্বাদু পাকে বলং লঘু।
বীর্য্যোষ্ণ মূত্র কৃচ্ছ্রঘ্নং সকষায়াম্লমগ্নিদং॥
ইতি দ্রব্য গুণ।

দধি অপেক্ষা তক্রের বিশেষ গুণ থাকায়, দধির পরিবর্ত্তে তদ্বিধানে কোন দোষ নাই।

কাশ্যপ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি গোত্রের নাম উল্লেখ না করিয়া কৌণ্ডিন্যের নাম উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, কাশ্যপ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি শব্দে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও শূদ্র বুঝায়, ও রূপ শব্দ প্রয়োগ করিলে তিন অর্থের মধ্যে কোন্ অর্থ গ্রাহ্য হইবেক, পাঠকের মনে সন্দেহ জন্মিতে পারে, অলঙ্কার শাস্ত্রে সন্দিগ্ধতা, দোষের মধ্যে গণ্য। যথা;

সন্দিগ্ধ পুনরুক্তত্বে
খ্যাতি বিদ্যা বিরুদ্ধতৈ॥

এই সন্দিগ্ধতা দোষ নিরাকরণার্থে, প্রসিদ্ধ একার্থ ব্রাহ্মণ বাচক কৌণ্ডিন্য শব্দ প্রয়োগ করিয়া গ্রন্থকর্ত্তা সার মঞ্জরী গ্রন্থের সারবত্তা প্রদর্শন করিয়াছেন।

কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, কশ্যপ ঋষি ব্রাহ্মণ, তাঁহার অপত্য অর্থাৎ পুত্র পৌত্রাদিকে কাশ্যপ বলা যায়, এজন্যে কাশ্যপ শব্দে কেবল ব্রাহ্মণ বুঝায়; এই রূপ ভরদ্বাজাদি সমস্ত গোত্র বাচক শব্দে ব্রাহ্মণ বুঝিতে হইবে।

প্রত্যুত্তর।

পূর্ব্ব গ্রন্থকারেরা কুণ্ড উপাধিধারি বৈদ্যকে কাশ্যপ ও ভরদ্বাজ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, দেব উপাধিধারি বৈদ্য-দিগের মধ্যে কতক গুলিকে কাশ্যপ, কতক গুলিকে শাণ্ডিল্য, কতক গুলিকে কৌশিক, কতক গুলিকে মৌদ্গাল্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং কায়স্থগণের মধ্যে ঘোষকে সৌকালীন, গুহকে কাশ্যপ, এবং মিত্রকে বিশ্বামিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অম্বষ্ঠ চারুচন্দ্রিকা।

সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্ত দেব করাস্তথা।
রাজ সোমাবপিত্যষ্টৌ রাঢ়ীয়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
নন্দিশ্চন্দ্রো ধরঃ কুণ্ডো রক্ষিতশ্চেতি পঞ্চযে।
তে বরেন্দ্রেষু বিখ্যাতা দাস দত্ত করা বপি॥

সেন, দাস, গুপ্ত, দত্ত, দেব, কর, রাজ, সোম এই আটঘর রাঢ়ীয় বৈদ্য বলিয়া খ্যাত।

নন্দি, চন্দ্র, ধর, কুণ্ড, রক্ষিত, দাস, দত্ত, কর এই আটঘর বারেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ।

দেব ও কুণ্ড উপাধি বিশিষ্ট বৈদ্যগণের গোত্র।

কৌশিকঃ কাশ্যপশ্চৈব শাণ্ডিল্যশ্চাপিতৎপরঃ।
মৌদ্গাল্য ইতি বিজ্ঞেয়াশ্চত্বারো দেব সম্ভবাঃ॥
আত্রেয় কৃষ্ণাত্রেয়ৌচ শাণ্ডিল্যশ্চালম্যানকঃ।
ধরস্য কাশ্যপঃ প্রোক্তো ভরদ্বাজশ্চ কুণ্ডজঃ॥

কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত আগত পঞ্চকায়স্থের গোত্র।

কায়স্থ কুলদীপিকা।

ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা কথয়ন্নাম গোত্রকে।
কাশ্যপশ্চৈব গোত্রেচ দক্ষ নামা মহামতিঃ॥
তস্য দাসো গৌতমস্য গোত্রে দশরথো বসুঃ।
শাণ্ডিল্য গোত্রে সম্ভূতো ভট্টনারায়ণঃ কৃতী॥
সৌকালীনশ্চ দাসোহয়ং ঘোষঃ শ্রীমকরন্দকঃ।
ভরদ্বাজেষু বিখ্যাতঃ শ্রীহর্ষো মুনিসত্তমঃ॥
দাসস্তস্য বিরাটাখ্যো গুহকঃ কাশ্যপঃ স্মৃতঃ।
সাবর্ণ গোত্রো নির্দ্দিষ্টো বেদগর্ভ মুনিস্ত্বয়ং॥
তস্য দাসো মিত্রবংশো বিশ্বামিত্রশ্চ গোত্রকঃ।
কালিদাস ইতি খ্যাতঃ শূদ্র বংশ সমুদ্ভবঃ॥
বাৎস্য গোত্রেষু সম্ভুতশ্ছান্দড়শ্চেতি সংজ্ঞিতঃ।
মৌদ্গাল্য গোত্রজো দত্তঃ পুরুষোত্তম সংজ্ঞকঃ।
এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতো হস্তিবালয়ে॥

ব্রাহ্মণের গোত্র	ব্রাহ্মণ	দাস	দাসের গোত্র
কাশ্যপ	দক্ষ	দশরথ বসু	গৌতম
শাণ্ডিল্য	ভট্টনারায়ণ	মকরন্দ ঘোষ	সৌকালীন
ভরদ্বাজ	শ্রীহর্ষ	বিরাট গুহ	কাশ্যপ
সাবর্ণ	বেদগর্ভ	কালিদাস মিত্র	বিশ্বামিত্র
বাৎস্য	ছান্দড়	পুরুষোত্তম দত্ত	মৌদ্গাল্য

গোত্রী ও গোত্র বাচক পদে সম্বন্ধ ও উদ্দেশ্য বিধেয়, এই উভয় ভাবই চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, এজন্য ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও শূদ্রদিগের মধ্যে কাশ্যপ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি যাঁহার যে গোত্র, তাঁহাকে তন্নাম বলিয়া উল্লেখ করায় কোন আপত্তি নাই।

নিম্ন লিখিত বিষয়ক সমালোচন ন্যায়ানুমোদিত বলিয়া বান্ধব পত্রিকা হইতে অত্র সংগৃহীত হইল।

কালক্রমে বঙ্গাধিপ আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত দ্বিজ-পঞ্চকের ৫৯ উনষষ্টি সন্তান জন্মে।

"ভট্টতঃ ষোড়শোদ্ভূতা দক্ষতশ্চাপি ষোড়শঃ।
চত্বারঃ শ্রীহর্ষাজ্জাতা ভরদ্বাজকুলোদ্ভবাঃ।
দ্বাদশ বেদগর্ভাচ্চ ছান্দড়ৈকাদশস্মৃতাঃ"।

(কুলরমা)।

ভট্টনারায়ণের ষোড়শ, দক্ষের ষোড়শ, শ্রীহর্ষের চারি, বেদগর্ভের দ্বাদশ এবং ছান্দড়ের একাদশ।

বিদ্যানিধি মহাশয় কান্যকুব্জাগত পঞ্চ বিপ্রের ষটপঞ্চাশৎ সন্তান স্বীকার করিয়া, প্রমাণার্থ নিম্ন লিখিত শ্লোক লিখিয়াছেন।

"ভট্টতঃ ষোড়শোদ্ভূতা দক্ষতশ্চাপি ষোড়শঃ।
চত্বারঃ শ্রীহর্ষাজ্জাতা দ্বাদশ বেদগর্ভতঃ।
অষ্টাবথ পরিজ্ঞেয়া উদ্ভূতাশ্ছান্দড়ান্মুনেঃ"
(মিশ্রিগ্রন্থ ধ্রুবানন্দকৃত।)

আমরা যত দূর জানিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি, ধ্রুবানন্দ মিশ্রে এই শ্লোক অদৃশ্য।

শাণ্ডিল্য গোত্র।

ভট্টনারায়ণ বংশ।

"আদৌ বন্দ্যো বরাহঃস্যাৎরামো গড়গড়িকোমতঃ।
নৃপঃস্যাৎ কেশরশ্চৈব নানোঃকুসুম কুলিকো-
বাটুঃস্যাৎ পারীহালোসৌ কুলভিঃ গুয়িনামকঃ।
গণো ঘোষলিতাং প্রাপ্তঃসেয়ুঃ শাণ্ডেশ্বরিস্তথা।
বুড়োমাশ্চরকশ্চৈব বটব্যালো বিকর্ত্তনঃ।
বসুয়ারিস্তথানীলোঃ কয়ড়ালো মধুসূদনঃ।
কুশীচ কোয়নামাচ কুলিসাচৈব বাসুকঃ।
আকাশো মাধবো দীর্ঘ গ্রামীচৈব মহামতিঃ।
এতে ষোড়শ শাণ্ডিল্যাঃ কথিতা রাজপূজিতাঃ"।

নাম … গাঁই।		নাম … গাঁই	
১ বরাহ	বন্দ্য *	৯ বুড়ো	মাশ্চরক
২ রাম	গড়গড়ি	১০ বিকর্ত্তন	বটব্যাল
৩ নৃপ	কেশর	১১ নীলো	বসুয়ারি
৪ নানো	কুসুম কুলি	১২ মধুসূদন	কয়ড়াল
৫ বাটু	পারীহাল	১৩ কোয়	কুশারি
৬ গুয়ি	কুলভি	১৪ বাসু	কুলিসা, কুলকুলী
৭ গণ	ঘোষাল	১৫ আকাশ	আকাশ
৮ শাণ্ডেশ্বরি	সেয়ু	১৬ মাধব	দীর্ঘগ্রামী (দীঘাল)

কাশ্যপ গোত্র।

দক্ষ বংশ।

"ধীরোভবৎ গুড়ি গ্রামী নীরঃ স্যাদামরুলিকঃ।
ভূরীগ্রামী সুভশ্চৈব শম্ভুঃস্যাৎ তৈল বাটিকঃ॥
কৌতুকঃ পীত মুণ্ডীস্যাৎ চট্টগ্রামী সুলোচনঃ।
পলশায়ী পালুনামা হড়ঃ কাকোমতস্তথা॥
পোড়ারিঃ কৃষ্ণ সংজ্ঞোসৌ পালধী রাম নামকঃ।
কোয়ারিঃ স্যাজ্জননামা পর্কটি র্বনমালিকঃ।
সিমলায়ী শ্রীহরিঃস্যাৎ জটোপুষলিকস্তথা।
ভট্টগ্রামী শশিধরো মূলগ্রামীচ কেশবঃ॥
এতে যোড়শভুদেবাজ্ঞেয়াঃ কাশ্যপ-সংজ্ঞকাঃ"॥

নাম ... গাঁই।		নাম ... গাঁই	
১ ধীর	গুড়িগ্রামী	৯ কৃষ্ণ	পোড়ারি
২ নীর	অম্বুলী	১০ রাম	পালধি
৩ সুভ	ভুরিগ্রামী	১১ জন	কোয়ারি
৪ শম্ভু	তৈলবাটী	১২ বনমালী	পাকড়াসী
৫ কৌতুক	পীতমুণ্ডী	১৩ শ্রীহরি	সিমলায়ী
৬ সুলোচন	চট্টগ্রামী*	১৪ জট্	পুষলি(পুষিলাল)
৭ পালু	পলশায়ী	১৫ শশিধর	ভট্টগ্রামী
৮ কাক	হড়	১৬ কেশব	মূলগ্রামী

ভরদ্বাজ গোত্র।

শ্রীহর্ষ বংশ।

"ধাঁঢ় নামা মুখৈটিঃস্যাৎ জনঃস্যাৎ দীনসায়িকাঃ।
নানোঃ সাহরিকো জ্ঞোয়ো রায়ীচ রাম নামিকঃ॥
শ্রীহর্ষস্য সুতা এতে ভরদ্বাজ কুলোদ্ভবাঃ"॥

নাম ... গাঁই।		নাম ... গাঁই।	
১ ধাঁঢ় (শ্রীগর্ভ)	মুখৈটি*	৩ নানো	সাহরী
২ জন	দীনশায়ী (ডিংসাই)	৪ রাম	রায়ী (রাইগাঁই

সাবর্ণ গোত্র।

বেদগর্ভ বংশ।

"হলনামাচ গাঙ্গুলী কুন্দো রাজ্যধরস্তথা।
বশিষ্ঠঃ সিদ্ধলোজ্ঞেয়ো দায়ীচ মদনোতবৎ॥
বিশ্বরূপস্তথা নন্দী কুমারো বালী গ্রামকঃ।
যোগী সিয়ারিকোজ্ঞেয়ঃ পুংসিকো রাম নামিকঃ॥

দক্ষঃ শাটকঃ সংজ্ঞোসৌ পারীচ মধুস্থূদনঃ।
ঘণ্টেশ্বরী মাধবশ্চঃ নায়ারীচ গুণাকরঃ॥
এতে পুত্রা মহাপ্রাজ্ঞাঃ সাবর্ণাদ্দাদশস্ম তাঃ"।

নাম ...	গাঁই।	নাম ...	গাঁই।
১ হলু	গাঙ্গলী*	৭ যোগী	সিয়ারিক
২ রাজ্যধর	কুন্দ*	৮ রাম	পুংসিক
৩ বশিষ্ঠ	সিদ্ধল	৯ দক্ষ	শাট
৪ মদন	দায়ী	১০ মধুস্থূদন	পারিহাল
৫ বিশ্বরূপ	নন্দী	১১ মাধব	ঘণ্টেশ্বরী
৬ কুমার	বালী	১২ গুণাকর	নায়ারী

বাৎস্য গোত্র।

ছান্দড় বংশ।

"রবির্মহিন্তাঃ স্থরভিশ্চ ঘোষঃ।
কবিঃ পৃথিব্যাং খলু শিম্বলালঃ॥
মহাযশো বাপুলিঃ পিপ্পলিশ্চ।
ধীরশ্চ পূতির্নন্নু শঙ্করাখ্য।
বিশ্বম্ভরোভূত্ খলু পূর্ব্বগ্রামী।
বাৎস্যাশ্চ তাদর্থ-নিবাস-দেশাঃ॥
শ্রীশ্রীধরোভূৎ খলু কাঞ্জিবিল্লী।
নারায়ণো নামচ কাঞ্জিয়ারী॥
চৌৎখণ্ডিকো নাম গুণাকরঃস্যাৎ।
মনো দীঘালো ভূবি রুদ্রতুল্যঃ॥
বাৎস্যস্য এতে কথিতাশ্চ পুত্রাঃ"।
(কুলরমা)

---

* এই চিহ্ন জ্ঞাপক গাঁইগুলি কুলীন।

নাম	গাঁই।	নাম	গাঁই।
১ রবি	মহিন্তা	৭ বিশ্বম্ভর	পূর্ব্বগ্রামী
২ সুরভি	ঘোষাল *	৮ শ্রীধর	কাঞ্জিবিল্লী (কাঞ্জিলাল)*
৩ কবি	শিম্বলাল (শিমলাই) [শিমলাল]	৯ নারায়ণ	কাঞ্জিয়ারী
৪ মহাযশ	বাপুলী	১০ গুণাকর	চৌৎখণ্ডি
৫ ধীর	পীপালী (পিপ্‌লাই)	১১ মন	দীঘাল
৬ শঙ্কর	পূতিতুণ্ড *		

এতদ্দ্বারা স্পষ্ট দেখা যায় যে, পঞ্চ গোত্রে ঊনষষ্টি গাঁই নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু বহু দিন পরে লুলা পঞ্চানন নামক জনৈক ঘটক বাৎস্য গোত্র হইতে পূর্ব্বগ্রামী, দীঘাল আর চৌৎখণ্ডী পরিত্যাগ করিয়া ছান্দড়ের অষ্ট পুত্র এবং তাঁহাদের আটটি গাঁই কল্পনা করেন। তদবধিই সাধারণ লোকে বলিয়া থাকে যে "পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই, তা ছাড়া বামন নাই"। কিন্তু বিজ্ঞ মণ্ডলীতে এই কথা গ্রাহ্য নহে। আমাদের বিদ্যানিধি মহাশয় এই অকারণসম্ভূত মতের পরিপোষণ করিয়া কুল দীপিকা হইতে নিম্ন লিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"কাঞ্জিবিল্লী মহিন্তাচ পূতি তুণ্ডশ্চ পিপ্পলী।
ঘোষাল বাপুলিশ্চৈব কাঞ্জারীচ তথৈবচ॥
সিমলালশ্চ বিজ্ঞেয়াইমে বাৎস্যক সংজ্ঞকাঃ"।
(স—২৫ পৃ)

আমরা বুঝিতে পারিলাম না লুলাপঞ্চাননের মত রক্ষা অর্থাৎ ছাপ্পান্ন গাঁই ঠিক রাখিবার জন্য এই শ্লোকের

একটি চরণ পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন কি? তবে ইহাই দেখা যায় যে, এই স্থলে অষ্টাধিক গাঁই স্বীকার করিলে "অষ্টাবথ পরিজ্ঞেয়া উদ্ভূতাশ্ছান্দড়ান্মুনে;" এই বাক্য রক্ষা পায় না, যাহা হউক আমাদের বিবেচনায় একটা অমূলক কথার সত্যতা দেখাইতে এত গণ্ডগোল করা ভাল বোধ হইল না। আমরা কুল দীপিকা পাঠ করিয়া উপরোক্ত শ্লোকটী এইরূপ দেখিলাম।

"কাঞ্জিবিল্লী মহিন্তাচ পূতিতুণ্ডশ্চ পিপ্পলী।
ঘোষালো বাপুলিশ্চৈব কাঞ্জারীচ তথৈবচ॥
পূর্ব্বগ্রামী দীর্ঘাঙ্গীচ চৌৎখণ্ডী শিম্বলালকঃ।
বাৎস্যগোত্রজাতা ইমে বিখ্যাতাঃ পৃথিবীতলে'॥

ইতি ১২৮৩ সালের কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ মাস। ৩য় খণ্ড
৭। ৮ সংখ্যা। বান্ধব পত্রিকার
২৫৭ পৃষ্ঠা হইতে ২৬০ পৃষ্ঠা।

বারেন্দ্র বংশ।

কোন্ গোত্রে কত গাঁই, তাহার নির্ণয় পত্র।
কাশ্যপেঽষ্টাদশজ্ঞেয়াঃ শাণ্ডিল্যেষু চতুর্দ্দশ॥
চতুর্বিংশতি র্বাৎস্যানাং ভরদ্বাজে তথাবিধঃ॥
সাবর্ণে বিংশতির্জ্জ্ঞেয়াঃ কথিতাঃ পঞ্চ গোত্রকাঃ॥
বারেন্দ্র কুলপদ্ধতি। (মুর্শিদাবাদের পুস্তক)।

কাশ্যপ গোত্র।

কৃপানিধি বংশ।

*মৈত্র ১, *ভাদুড়ী ২, করঞ্জ ৩, বালজষ্টিক ৪, মধুগ্রামী ৫, বলীহারী ৬, মোয়ালী ৭, কেরল ৮, বীজকুঞ্জ ৯, অশ্রু-

কোটি ১০, সর্ব্বগ্রাম কোটি ১১, পরেশ ১২, চমগ্রামী ১৩, বেলগ্রামী ১৪, ধোসক ১৫, অশ্রু ১৬, সর্ব্বগ্রামী ১৭, ভাদ্র-গ্রামী ১৮।

শাণ্ডিল্য গোত্র।

দামোদর বংশ।

*রুদ্রবাগচী ১, *সাধুবাগচী ২, *লাহিড়ী ৩, চম্পটী ৪, নন্দনাবাসী ৫, কালিন্দী ৬, শীহরি ৭, চট্টগ্রামী ৮, বিশি ৯, মৎস্যাসী ১০, চম্প শঙ্খক ১১, সুবর্ণ তোটক ১২, পূষণ ১৩, বেলুড়ি ১৪।

বাৎস্য গোত্র।

ধরাধর বংশ।

*সংযামিনী ১, *ভীমকালী ২, ভট্টসালী ৩, কামকালী ৪, কুড়মুড়ী ৫, ভাড়িয়াল ৬, লক্ষক ৭, জামরূথী ৮, শীতলী ৯, ধোসলী ১০, তাম্বুড়ী ১১, বৎসগ্রামী ১২, দেউলী ১৩, নিদ্রালী ১৪, কুক্কুটী ১৫, বোড়গ্রামী ১৬, শ্রুতবটী ১৭, চাক্ষুষগ্রামী ১৮, সিহরী ১৯, কালীগাঁই ২০, কালীহর ২১, পৌণ্ড্রীকাঙ্ক্ষী ২২, কালীন্দী ২৩, চতুরান্দী ২৪।

কোন কোন পুস্তকে আদিত্য ও কামদেবক নামে আরও দুই গাঁই দেখা যায়।

ভরদ্বাজ গোত্র।

গৌতম বংশ।

ভাদড় ১, লাউড়েল (লাড়ুলী) ২, ঝামা (বা ঝামাল অথবা ঝাম্পটী) ৩, আথু ৪, উর্ত্তিবাহী ৫, রত্নাবলী ৬,

উগ্ররেখী ৭, গোস্বা ৮, শিরাথ ৯, পিস্বীনি ১০, কাঞ্চনগ্রামী ১১ বিশালা ১২, অসৃক ১৩, রাজগ্রামী ১৪, শাকোটক ১৫, ক্ষেত্রগ্রামী ১৬, খনি ১৭, দধিয়াল ১৮, পংক্তি ১৯, বৃহতী২০ নন্দিগ্রামী ২১, পিপ্পলী ২২, চেঙ্গা ২৩, খাজুরী ২৪।

সাবর্ণ গোত্র।

পরাশর বংশ।

পাকড়ী ১, শৃঙ্গী ২, লেধুড়ী ৩, সিংহভালক ৪, উন্দুড়ী৫, ধুন্দুড়ী ৬, তাতোয়া ৭, সেতু ৮, লোম ৯, কপালী ১০, পেটর ১১, পূণ্ডরীক ১২, পঞ্চবটী ১৩, খণ্ডবটী ১৪, নিকড়ী ১৫, সমুদ্র ১৬, কেতুগ্রামী ১৭, যশোগ্রামী ১৮, পুষ্পক ১৯, ভাদুষী ২০।

এখন দেখা যায়, রাঢ়ীয় সপ্তশতী চত্বারিংশৎকুল শ্রোত্রিয়ের মধ্যে ছাপ্পান্ন গাঁই নাই।

আর ৯৫৪ শকাব্দে * বঙ্গাধিপতি আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের † রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র সন্তানদিগেরও ছাপ্পান্ন গাঁই নহে। "পঞ্চগোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই, এছাড়া

---

* বেদবাণাঙ্ক শাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।

† ক্ষিতীশস্তিথিমেধাচ বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
সৌবরিঃ পঞ্চ ধর্ম্মাত্মা আগতা গৌড় মণ্ডলং॥
আয়াতাঃ পঞ্চবিপ্রাঃ সুচতুর হৃদয়াঃ পঞ্চ কোনাচ্চদেশাৎ।
সস্ত্রীকাঃ পুত্রযুক্তাঃ পরিজন সহিতাঃ সায়য়ঃ কান্তিমন্তঃ॥
ইতি বাচস্পতি মিশ্র কৃত কুলরমা।
হয়যানং সমারুহ্য সোপানৎকাঃ দ্বিজোত্তমাঃ।
সদারাশ্চ স পুত্রাশ্চ ভৃত্যৈরপি সমন্বিতাঃ॥
ইতি বারেন্দ্র কুল পঞ্জিকা॥

বামন নাই” এই কথার তাৎপর্য্য, সম্বন্ধ নির্ণয় নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে, “এক্ষণেও ইহা নিতান্ত বিরল নহে যে, কোন কোন স্থলে পিতা পুত্রে, ও সহোদর ভ্রাতাদিগের মধ্যে মুখ দেখাদেখি ও আহার ব্যবহার রহিত হইয়াছে। পরস্পর পরস্পরের কুৎসাও করেন। পূর্ব্বকালেও রাঢ়ী বারেন্দ্রগণ মধ্যে ঠিক ঐ প্রকার ঘটিয়াছিল। সুতরাং বারেন্দ্রগণের গাঁইগুলি ছাপ্পান্নের অতিরিক্ত হইলেও ইহারা কান্যকুব্জাগত সেই পঞ্চ মহাপুরুষের সন্তান। “পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই, তা ছাড়া বামন নাই” এইটী বিদ্বেষ ও ক্রোধের কথা।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, বাৎস্য গোত্র সম্ভূত ছান্দড়ের পূর্ব্বগ্রামী, দীঘাল ও চৌৎখণ্ডী এই তিন গ্রামীণ সন্তানের প্রতি রাগ ও দ্বেষবশতঃ, আর কেহ কেহ বলিয়া

পরে ঐ দ্বিজ পঞ্চকের ৫টি সন্তান রাঢ় দেশবাসী ও পাঁচটি সন্তান বরেন্দ্র দেশবাসী হয়েন, যথা;

রাঢ়ীয়।

শাণ্ডিল্য গোত্রজঃ শ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
দক্ষোঽপি কাশ্যপশ্রেষ্ঠো বাৎস্য শ্রেষ্ঠোঽপি ছান্দড়ঃ॥
ভরদ্বাজক গোত্রেচ শ্রীহর্ষোহর্ষবর্দ্ধনঃ।
বেদগর্ভোঽপি সাবর্ণে রাঢ় দেশগতা অমী।

বারেন্দ্র।

দামোদরঃ সদাচার্য্যঃ শাণ্ডিল্য গোত্রজঃ সুধীঃ।
গৌতমোঽপি ভরদ্বাজঃ কাশ্যপেচ কৃপানিধিঃ॥
বাৎস্য গোত্র সমুৎপন্নো জয় যুক্তো ধরাধরঃ।
পরাশরোঽপি সাবর্ণে বরেন্দ্র ভূমি ভূধরাঃ॥

থাকেন, বারেন্দ্রগণের প্রতি শক্রতা ও ক্রোধ বশতঃ ঐ অমূলক কথার উত্থাপন হইয়াছে, অন্য কাহারো প্রতি নহে। ব্রাহ্মণের প্রতি দ্বেষ করা মহাদোষ। রাঢ়ীয় সপ্তশতী চত্বারিংশৎকুলশ্রোত্রিয়ের প্রতি অথবা বৈদিক শ্রেণীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া ও কথা (পঞ্চগোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই, এছাড়া বামন নাই) বলে বা দ্বেষ করে, এপর্য্যন্ত ভুমণ্ডলে এমন পাপাত্মা পুরুষ জন্ম গ্রহণ করে নাই।

অতএব,

দ্বেষ, হিংসা পরিত্যাগ করিয়া যতনে।
সপ্তশতী গুণ গান কর মনে মনে॥

ইতি সাগর প্রকাশে সপ্তশতী মহিমোজ্জ্বল তরুর ষষ্ঠ শাখা

সমাপ্ত।

যৎ সাগরপ্রকাশঞ্চ শ্রীবনমালিনা কৃতং।
ষষ্ঠ শাখাভবত্তস্য খ খ করিন্দুমে শকে॥